লহর মালা।

আটটি গল্পের বিকাশ।

"তরঙ্গে রঙ্গে যেমন মরাল ভাসে হেলে দুলে,—
এস সব তেমিতর খেলি গো সাহিত্য জলে।"

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

শ্রীশ্যামলাল বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কাশীপুর।

পল্লীবিকাশিনী প্রেসে—শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য
দ্বারায় মুদ্রিত।

১২৯৭।

মূল্য ।৷০ আনা।

কনোজ-কুসুম।

১ম।

[illegible] রাজ দুহিতা সঞ্জুক্তা; অতিশয় সুন্দরী। বাঙ্গালী পাঠক সে সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি ঠিক্ হৃদয়ে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না।—বা আমরা বাঙ্গালী লেখক, সে একাধারে কুসুম কমনীয় কোমলতা ও অশনি সম বীরতা চিত্র করিতে সক্ষম হইব না।—আমাদের সম্মুখে আমাদের সুন্দরী-অতি সুন্দরী যে সকল রমণী বিরাজ করিতেছেন—তাঁহারা রুগ্না, বসিলে আর নিজে উঠিতে পারেন না,—ধরিয়া তুলিতে হয়।—আজি কনোজের নারী-গণেরও এই দশা। কিন্তু যখন কার কথা হইতেছে, তখন সমগ্র ভারত এক অভিনব ভাবে ছিল। তখনকার রমণীর প্রতিকৃতি—এখনকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবীর ছবি, দুর্গা, অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী। কনোজরাজ কুমারীর আকৃতি ও ঠিক্ অন্নপূর্ণার ন্যায়। অতসী কুসুমবর্ণা, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়না ধীরা গম্ভীরা সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণা। সুউন্নত বক্ষস্থল কুচভারে ঈষন্নমিতা। সুগোল, সুডোল গঠন, তেমনি নিবিড় নিতম্ব, রামরম্ভা সদৃশ উরু—পদ্মের ন্যায় চরণ। সঞ্জুক্তা পূর্ণ যুবতী।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাঠোরকুল-যুবতী পিতার সমুচ্চ সৌধশিরে বসিয়া—কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একপ্রিয় সহচরী কতকগুলি চিত্রপট ক্রয় করিয়া আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিল। তিনি সে গুলি হস্তে লইয়া এক এক খানি প্রতিকৃতির পরিচয় সখীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সহচরীও তাহা একে একে চিনাইয়া দিতে লাগিল।—সে অনেক দেশের অনেক রাজার ও অনেক রাজপুত মহিলার চিত্র। দেখিতে দেখিতে একখানি অতিসুন্দর বীর যুবকের চিত্রের উপর রাজ-দুহিতার নয়ন আকৃষ্ট হইল। অনেকক্ষণ অনিমিক্ নয়নে সে চিত্রখানি দেখিয়া তিনি মৃদু কম্পিতকণ্ঠে সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সখি! এ কাহার প্রতিকৃতি?"

সুচতুরা-সহচরী রাজনন্দিনীর মনভাবে অনুরাগভাবের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন উহাঁর গলে বরমাল্য দিবে নাকি?"

রাজনন্দিনী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিলেন, "দূর তাই কি,—কে বল না?"

সহচরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমিই কেন বল না, অত খোঁজ কেন?"

রাজনন্দিনী ক্রুদ্ধা হইলেন, বলিলেন "না বলিলে আমার বয়েই গেল।"

সহচরী হাসিয়া বলিল, "তোমার সহিত বলিব না, রাণীমার সহিত বলিব যে, রাজনন্দিনী দিল্লীর চৌহানাধিপতি পৃথ্বিরাজের প্রতিকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।"

এ প্রতিকৃতি কি দিল্লির অধিশ্বর সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মহাবীর পৃথ্বিরাজের! রাজকুমারীর হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল। তখনই তিনি মনে মনে পৃথ্বিরাজকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। হৃদয়ের ক্রোধভার অপনমিত করিয়া সখীকে কহিলেন, সখি! দিল্লির অধীশ্বর মহাবাহু পৃথ্বিরাজ কেমন বীর তাহা আমাকে বল।" সহচরী পৃথ্বিরাজের বিমল বীরত্বের যশোবিভা যেমন জ্ঞাত ছিল, তাহা তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজ-দুহিতা পৃথ্বিরাজের নিতান্ত অনুরক্তা হইয়া পড়িলেন। অতঃপর চারণ ও ভট্ট কবিগণ কর্ত্তৃক পৃথ্বিরাজের যশোগান শ্রবণ করত তাঁহার গলে বরমাল্য দিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে কথা কনোজ-রাজরাণীর কর্ণে উঠিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে প্রথমতঃ দিন কয়েক উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ক্রমে মহিষীর প্ররোচনা ও নির্ব্বন্ধাতিশর্য্যে তিনি কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "সঞ্জুক্তা কেন, যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে? দিল্লীশ্বর অপেক্ষা বীরত্বে ঐশ্বর্য্যে, রূপে ও বংশে অনেক উচ্চতর রাজপুত নৃপতি বর্ত্তমান আছেন, সঞ্জুক্তা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু কনোজ-রাজ্য আক্রোশী পৃথ্বিরাজকে আমি স্বেচ্ছায় জামাতৃত্বে বরণ করিব না।"

রাণী।—তবে কি সঞ্জুক্তার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে না?

রাজা। না,—অন্য কোন নৃপতিকে পতিত্বেবরণ করুক। আমি তাহার উপায় করিতেছি। সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বরের আয়োজন করতঃ সমগ্র রাজপুত

নৃপতিকে আহ্বান করি—সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরিত করুক।

রাণী। তাহার মধ্যে অবশ্য দিল্লীশ্বরও আগমন করিবেন?

রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন। শেষ বলিলেন, যাহাতে সঞ্জুক্তার চিত্ত তাহার দিকে ধাবিত না হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিব। শুধু স্বয়ম্বর নহে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ করিব। সে যজ্ঞে সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্যে দিল্লীশ্বরকে অতিহীন কার্য্যে ন্যস্ত রাখিব। তাহা হইলে কদাচ সঞ্জুক্তার মন তাহার উপর পতিত হইবে না।

তখন রাণী কহিলেন, "নাথ! রমণীচিত্ত চিত্তচোরকে পাইলে বড়ই সন্তুষ্ট থাকে, দেখিবেন যেন কন্যাটিকে চিরকালের জন্য মনঃকষ্টে পাতিত করিবেন না।

২য়।

কনোজ-রাজ জয়চাঁদ নিজ বাহুবলে এবং অগণিত সামন্ত সৈন্যের বল প্রভাবে সমগ্র ভারত ভূমি বশীভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেক প্রবন্ত-প্রতাপ হিন্দু ও মুসলমান নরপতি তাঁহার জ্বলন্ত বিক্রম বহ্নির সমক্ষে আপনাদিগের সম্মান ও গৌরবের আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। বল গর্ব্বিত কনোজ রাজ মনে মনে সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বর ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কল্পনা করত প্রধান প্রধান মন্ত্রীও সর্দ্দারগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

সমবেত মন্ত্রীবর্গ তাঁহার কথা শ্রবণে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন প্রাচীন মন্ত্রী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞ সাধারণ কথা নহে। ইহার সমস্ত কার্য্য—এমন কি দ্বার রক্ষকের সামান্য কার্য্য পর্য্যন্ত রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পাণ্ডব প্রবীর যুধিষ্ঠিরের পর আর কোন নৃপতিই এই মহদীয় বিপুল আড়ম্বর সম্পাদিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাই ভয় হয়, পাছে তাহাতে অকৃত কার্য্য হইয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"

জয়চাঁদ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কোন ভয় নাই। ভারতের কোন রাজাই আমার অবশ্য নহে। যদি কেহ ইহাতে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাতে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা যাইবে।"

বৃ-ম। স্বীকার করি ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজি আপনার রাজপতাকা ভারতের সর্ব্বত্র সমভাবে সর্ব্বোচ্চে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান। স্বীকার করি, আপনার বিরুদ্ধে কেহ যজ্ঞ বিঘ্ন নাও করিতে পারে; কিন্তু মহারাজ! অর্জ্জুন প্রমুখ মহাবীরগণের সহায়তায় ও বাহুবলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই যজ্ঞ তাঁহার এবং সমগ্র ভারতের কাল স্বরূপ হইল। সেই যজ্ঞ দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষা-পরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার জীবনে কত প্রকারই না কষ্ট প্রদান করিল।—তাহার পর উভয় দলের যুদ্ধ সংঘর্ষণ ও গৃহবিবাদে ভারতের যে ক্ষতি হইল, আজিও তাহা আর পূরণ হইল না।—তাই বলি ও মন্ত্রণা পরিত্যাগ করতঃ অন্য কোন স্বল্পানুষ্ঠানিক যজ্ঞে দীক্ষিত হউন।"

রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না: গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমরা রাজসূয় যজ্ঞের ও সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বরের উপযুক্ত আয়োজন কর। এবং ভারতের সমস্ত রাজাগণকে এই উভয় কার্য্য জানাইয়া নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া দাও। আগামী সপ্তাহের তৃতীয় দিবসে এই শুভকার্য্য আরম্ভ হইবে।"

মন্ত্রীবর্গ তথাস্তু বলিয়া উঠিয়া গেল, এবং যথানিয়মে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্রাদি স্থানে স্থানে প্রেরণ ও যজ্ঞের বহুবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। নগরে যেন একটা মহোৎসব আরম্ভ হইল।

৩য়।

রজনী গম্ভীরা। তবুও যেন সে গম্ভীরতার ভিতর কেমন একটু হাল্কা ভাব। যেন সচ্চরিত্রা পূর্ণ যুবতী রমণী, বড় গম্ভীরা বড় ধীরা তবুও তাহার মধ্যে একটু একটু কটাক্ষ ও একটু একটু হাসিতে সে ভাব উড়াইয়া দিতেছে। যামিনী দ্বিযাম অতিক্রম করিয়াছে—সমস্ত নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। তবুও প্রকৃতির হাসি মাখা শুভ্র জ্যোৎস্নায়, কুসুমের সুবাসে আর মৃদুমন্দ মারুত সংস্পর্শে

যেন সে গভীরতা ভঙ্গ করিতেছে। রাজ বাড়ির নহবত খানায় এই মাত্র বেহাগ রাগিণীর তান উঠিয়াছিল—দেখিতে দেখিতে তাহাও নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল।—কচিৎ অদূরে একদল প্রহরীর শব্দ, কচিৎ দুই একটী নিশাচর পক্ষীর পক্ষ বিধুনন শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি গোচর হইতেছে না।

এই গভীর নিশিথে রাজ কুমারী সঞ্জুক্তা সহচরী সহ জাগ্রতা। সম্মুখে শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে—সুগন্ধি গোলাপজলের ফোয়ারায় সে সুন্দর পদ যুগল চুম্বন করিতেছে। সঞ্জুক্তার মুখ-ভাব গম্ভীর। সম্মুখের কেশ রাশি বায়ুভরে স্বস্থান চ্যুত হইয়া কপোল দেশে পতিত হইয়াছে, তাহাতে সুন্দর বদনের আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। যুবতী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "সখি! দিল্লীশ্বর কি স্বয়ম্বর সভায় আসিবেন না?"

স। কি জানি, শুনিয়াছি তিনি অতিশয় তেজস্বী। নাও আসিতে পারেন।

রাজকুমারী।—স্বয়ম্বর সভায় আসিবেন, তাহাতে দোষ কি?

স। ইহাতে আমাদের মহারাজের একটু কুটীল কৌশল আছে। রাজসূয় যজ্ঞান্তে স্বয়ম্বর সভা আহুত হইবে, কিন্তু সে যজ্ঞে তাঁহাকে অতি নীচ কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে। তিনি তেজস্বী—এ হীনতা তাঁহার সহ্য হইবে না, সুতরাং তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া যাইবেন। আর যদি আসিবার পূর্ব্বে ইহার কিছুমাত্র আভাস পান তবে আসিবেন না।

রাজ। তবে উপায়?

স। উপায় আর কি, অন্যকে স্বামীত্বে বরণ কর।

পুচ্ছ বিমর্দ্দিত ভূজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া রাজকুমারী কহিল, "কেন রাজপুত মহিলা কি মরিতে জানে না? স্বামীর জন্য স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমরা যেমন হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি, এমন আর কোন দেশের কেহ পারে না। দিল্লীশ্বরকে যখন স্বামী বলিয়া ভাবিয়াছি তখন জীবনে হউক, মরণে হউক তিনিই আমার স্বামী। তবে সখী আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি, আমার মনের দুঃখ ও বাসনা তোমা বই আর কাহাকেও জানাইবার নাই—এক্ষণে আমার একটি শেষ ভিক্ষা যদি দান করিতে পার—তবে কৃতার্থ হই।"

স। আমার প্রাণ দিলেও যদি তোমার বাসনার পরিতৃপ্ত হয় তাহা করিতে প্রস্তুত আছি, কি বল।

রাজা। আমি মরিলে আমার চিতাভস্মি দিল্লিশ্বরের পাদপদ্ম যাহাতে স্পর্শ করিতে পারে, তাহা করিও—এই আমার শেষ ভিক্ষা।

স। মৃত্যু আমাদের করায়ত্ত, তবে অন্ততঃ স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক, শেষ যদি তাহাকে পাইবার কোন সুযোগ না দেখ, আত্মহত্যা করিও।

রাজকুমারী তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়া আবার নিস্তব্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

৪র্থ।

"কনোজ-রাজ কঠোর রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ভারতের সমগ্র রাজন্য সমাজের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার মহতীয় আয়োজন ও আড়ম্বরের কথা শুনিয়া সমস্ত ভারতবাসী চমকিত হইল। সকলেই জয়চাঁদকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। নিমন্ত্রণ পত্রে আরও লিখিত ছিল যদি রাজকুমারি সঞ্জুক্তার স্বয়ম্বরের সহিত এই মহাযজ্ঞ পর্য্যবসিত হইবে। সঞ্জুক্তা সমবেত নৃপতি মণ্ডলের মধ্য হইতে আপনার মনোমত পতি বাছিয়া লইবেন। দেখিতে দেখিতে যজ্ঞের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ স্ব স্ব সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে সেই যজ্ঞে আসিয়া যোগদান করিলেন। তাহাদের আগমনে কনোজনগর এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ভারতের সকল নরপতিই আসিলেন। কিন্তু চৌহানরাজ পৃথ্বিরাজ এবং গিজ্হোটরাজ সমর-সিংহ জয়চাঁদকে সেই সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন না। তন্নিবন্ধন জয়চাঁদ তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ উভয়েরই দুইটি কনক-প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া, অতি নীচ ও সামান্য ব্যাপারে নিয়োজিত করিলেন। পৃথ্বিরাজকে ঘোরতর অবমানিত করিবার বাসনায়, তিনি তাঁহার হেম প্রতিমূর্ত্তিকে প্রতিহারী স্বরূপ দ্বারদেশে রক্ষা করিলেন।

এ সম্বাদ অচিরে পৃথ্বিরাজের শ্রবণগোচর হইল। দারুণ রোষ ও জিঘিংসায় তাঁহার বীরহৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "দুরাচারের যজ্ঞ নষ্ট ও তাহার যুবতি কন্যাকে সকলের সম্মুখ হইতে হরণ করিয়া লইয়া আসিব।"

রাজাজ্ঞা বাহির হইবামাত্র তুয়ার ও চৌহান বীরগণ পৃথ্বিরাজের উন্নত পতাকা মূলে আসিয়া দণ্ডায়মানহইল। গভীর নাদে রণতূর্য ও দামামা সকল বাজিয়া উঠিল। তখন অক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গমালার ন্যায় চৌহান সৈন্যগণ গগণমার্গে রজঃরাশি-উড্ডীন করিতে করিতে কনোজাভিমুখে যাত্রা করিল।

৫ম।

দিবা দ্বার্দ্ধ প্রহর। কনোজাধিপতি জয়চাঁদের বিবিধ সজ্জায় সজ্জীভূত রাজসূয় সভায় ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গ উপবিষ্ট। এই সময় বরমাল্য হস্তে করিয়া সখী সমভিব্যাহারে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী সংসার ললামভূতা সুকুমার কুসুমকুমারী সঞ্জুক্তা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার অসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সকলেরই মনে সঞ্জুক্তালাভ কামনা প্রবলা হইয়া উঠিল। কিন্তু সঞ্জুক্তা যেন অন্যমনস্ক, সে যেন সভা দেখিতে আসিয়াছে, তাহার যেন অন্য কোন কায নাই। তাহার চক্ষু ভূমি সংলগ্ন।

এই সময় এক দূত আসিয়া কনোজ রাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ আসিয়াছেন।" জয়চাঁদ সে কথায় কর্ণপাত ও করিলেন না। কিন্তু সভাস্থ দুই একজন নরপতি তাঁহাকে আসিতে অনুজ্ঞা করিলেন, এবং দূতের সহিত তাঁহাকে আনিবার জন্য একজন সর্দ্দারকে প্রেরণ করিলেন।

দিল্লীশ্বর অপমানের প্রতিশোধ লইতে সেই সর্দ্দারের সহিতই আগমন করিলেন, তাঁহার সহিত কেবল পঞ্চাশজন সাহসী কবটী সেনা সভায় আগমন করিল। পৃথ্বিরাজ আসিয়া বার কয়েক এদিক ওদিক চাহিলেন। শেষ কনোজরাজ দুহিতা সঞ্জুক্তার পানে চাহিয়া দেখেন,—সে অনিন্দ্য সুন্দরীর আকর্ণ বিশ্রান্ত নীলোৎপল সদৃশ নয়ন দুটি তাঁহারই উপর নিক্ষিপ্ত। আর

তিনি মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। সেই সমবেত রাজন্য সমাজের সম্মুখে জয়চাঁদের সন্নিকট হইতে সৌন্দর্য্যময়ী সঞ্জুক্তাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন এবং নিমিষ মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী কয়টী সৈন্যগণ তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে করিতে তাঁহার সহিত বাহির হইল। যতক্ষণে একবার চক্ষুর পলক পড়ে ততক্ষণের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

রাজা বাহির হইবা মাত্র পৃথ্বিরাজের প্রধান সেনাপতি নাকারায় ঘা দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে দামামা বাজিয়া উঠিল, রণ তুর্য্য নিনাদিত হইল। আর চারি দিক হইতে অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহণী, সৈন্যগণের সিংহনাদ, অস্ত্রের ঝন্ ঝনায় দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

জয়চাঁদের সৈন্যগণ ও আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। সমবেত রাজন্যবর্গ দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, যাহার যে দিকে আত্মীয় বা সুবিধা বুঝিলেন তিনি সেইদিকে যোগ দান করিলেন। তখন রাশি রাশি কামান বন্দুক হইতে সধূম অনল ও গোলাগুলি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। উভয় দল হইতে শত শত যোদ্ধা ও বীরগণ বৃথা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। ইহাতে উভয় দলের প্রায় সমস্ত সৈন্যই নির্ম্মূল হইয়া গেল। তখন উভয় রাজাই ক্ষান্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

জয়চাঁদের বৃদ্ধ মন্ত্রীর কথারই সার্থক হইল। এই অনর্থকর রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ভারতে কালস্বরূপ; এই ভীষণ গৃহ যুদ্ধেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইল। এই অনর্থকর গৃহযুদ্ধেই উভয় পক্ষেরই সেনাবল নষ্ট হইলে চতুর ঘোরী সুলতান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাহার সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দৃষদ্বতীর পবিত্র তীর ভূমে যে মহা সমর সংঘটিত হইল, তাহাই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। আর্য্য স্বাধীনতার আদিম আবাস-ভূমি ভারতমাতার চরণে কঠোর দাসত্ব নিগড় অর্পিত হইল।

শোলাঙ্কিণী।

১ম।

যে দিন, যবনবীর সাহাবুদ্দিনের প্রচণ্ড বাহুবলে কনোজরাজ্য চূর্ণীকৃত হইল, যে দিন জয়চাঁদ গৃহ-বিচ্ছেদের ফলপ্রাপ্ত হইয়া ভাগিরথী-নীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন,—তাহার আঠার বৎসরের পরবর্ত্তী কালে (১২১২ খৃঃ অব্দে) হৃতসর্ব্বস্ব শিবজি ও সত্যরাম নামক তাহার অনাথ পৌত্রদ্বয় দুই শত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া,যে দেশের সর্ব্বোচ্চ সৌধ-শিরে বসিয়া তাঁহারা লালিত পালিত হইয়াছেন, যেখানে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের রাজদণ্ড অপ্রতিহত ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, সে শৈশবের লীলা-নিকেতন কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা মরুভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর তাঁহারা রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ শিখরে বসিয়া, কলনাদিনী কমলাকান্ত-কুমারী বিশ্ব-পূজিতা ভীষ্মমাতা ভাগিরথীর অনন্ত কল্লোল শ্রবণ করিতে পারিবেন না।—এখন তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব ও বিতাড়িত।—সামান্য মনুষ্যের পরাশ্রয় প্রার্থী।

রাঠোরবীর শিবজি এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, বিপদ সহ্য করাই রাজপুতের প্রধান কর্ত্তব্য;—কেন না বিপদই সম্পদের সূচনা করিয়া দেয়। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শিবজি সেই সামান্য সহচর সমভিব্যাহারে শৈশবের শান্তি-নিকেতন, আশার আবাস ভূমি পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া; বিশাল মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে অনন্ত বালুকা-সাগর, সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইয়া তাঁহাদের দগ্ধ হৃদয়ের ন্যায় ধুধু করিতেছে: সম্মুখে অসংখ্য মরীচিকা উদ্ভূত হইয়া তাঁহার নিষ্ফল আশা ভরসার ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর বিদ্রূপ করিতেছে। তথাপি শিবজি মুহূর্ত্তের জন্য ও বিচলিত বা হৃতাশ্বাস হইলেন না। তরঙ্গচালিত কাষ্ঠ ফলকের ন্যায়, তিনি ভাসিতে ভাসিতে কলুমদ

নগরে উপস্থিত হইলেন যে স্থলে এখন নিযানি ন স্থাপিত রহিয়াছে, উহার দশ ক্রোশ পশ্চিমে কলুমদ নগর। সেখানে একজন শোলাঙ্কি নৃপতি বাস করিতেন। শিবজি সঙ্গীগণ সহ সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, রাজা তাঁহাকে সমূহ সমাদর করিয়া তথায় আশ্রয় প্রদান করিলেন। শিবজি সহচরগণ সমভিব্যাহারে সানন্দে সেখানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

২য়।

প্রসিদ্ধ জাবিজাকুলে সমুদ্ভূত লাক্ষফুলান নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত রাজপুত, কলুমদ নগরে আসিয়া অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহার উৎপাতে বণিকগণ আর ধন রত্নাদি লইয়া বিপণীতে বসতি করিতে পারে না, মহাজনগণ আর রোকড়ের কার্য্য চালাইতে পারে না, সুন্দরী যুবতী কুলবালাগণ আর গৃহের বাহির হইতে পারে না। তাহার দৌরাত্ম্যে কলুমদ রাজ্যের সমূহ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল। রাজা সে দুর্দ্দান্ত রাজপুতের বিরুদ্ধে কতবার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত না বিতাড়িত করিতে পারেন নাই।

কলুমদের জনৈক ধনবান বণিকের এক কন্যা শোলাঙ্কিরাজের ভগ্নীর প্রিয়তমা সহচরী। সে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া রাজকুমারীকে জানাইল, "বিগত কল্য লাক্ষফুলাণের দল পড়িয়া আমার পিতার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

রাজপুত দুহিতা সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, তাঁহার সুটানা সুন্দর নয়ন যুগল হইতে মন মজানে কটাক্ষের পরিবর্ত্তে মন উড়ানে বীরত্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার সুপক্ক বিম্বফল মথিত লাল ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। মৃণাল বিনিন্দিত সুডোল সুগোল সুপ্রশস্ত বাহু যুগল ঘন ঘন উত্তোলিত হইতে লাগিল। তিনি কোকিল-কণ্ঠে মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সখি! কলুমদ বীর শূন্য হইয়াছে, এমন কেহ বীর এখানে জীবিত নাই যে, দুরাত্মা দস্যু লাক্ষফুলানের দৌরাত্ম্য হইতে দেশ রক্ষা করে। তুমি সত্বর সামন্ত সৈন্যগণকে রণসাজে সজ্জিত হইতে আদেশ

করিয়া আইস, এই আমি বীর সাজে সজ্জিভূতা হইতে চলিলাম, রাজপুত মহিলার কমনীয় কোমল করতলে করালতম কৃপাণের অপমান হয় না—দেখিব—সে দুরাত্মা দস্যুর মাথাতে কত বল।"

তেজস্বতী রাজপুত মহিলার তৎকালীক ভাব অবলোকন করিয়া তদীয় সখীগণ নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। প্রভুদুহিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া থাকিতে পারে না। একটি সুন্দরী যুবতী পরিচারিকা, সামন্ত সৈন্যের নিকট গমন করিল। পথে যাইতে রাঠোরবীর শিবজির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, শিবজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দ্রুতপদে রাজবাড়ি হইতে কোথা যাইতেছ?"

স। সামন্ত সর্দ্দারের নিকট।

শি। কেন?

স। রাজকন্যার আদেশ, তিনি লাক্ষফুলানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, সামন্তগণ যথাবিহিত রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া তাহার সাহায্যার্থে যুদ্ধ গমন করিবেন—তাহাই জানাইতে।

শিবজি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি লাক্ষফুলানের দৌরাত্ম্যের কথাও শুনিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা না যাইয়া তৎ পরিবর্ত্তে রাজ-ভগ্নী যুদ্ধে কেন যাইবেন! তিনি বলিলেন, "রাজকুমারী লাক্ষফুলানের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, কলুমদে কি আর বীর নাই?"

স। কেহ নাই। নতুবা দুরন্ত দস্যুর এত অত্যাচার, তদ্-বিরুদ্ধে কেহ অসি উত্তোলন করিতেছে না!

শি। তুমি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হও, আমি সে দুরাত্মার দমনার্থ যুদ্ধ করিতে যাইব, এ কথা তোমার প্রভুকন্যাকে জানাইয়া আশ্বস্তা করিও। আমার নাম শিবজি।

পরিচারিকা ফিরিয়া গেল।

৩য়।

পরিচারিকা যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন বীরনারী রাজদুহিতা বীর-বেশে সজ্জীভূতা হইয়া কোষোন্মুক্ত একখানি তরবারি হস্তে দণ্ডায়মানা। পরিচারিকা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "রাজ কুমারি! ও রূপ সম্বরণ কর। দুষ্ট-দমনার্থ রাঠোর বীর শিবজি সজ্জীভূত হইয়াছেন।"

রাজ কু। শিবজি কে? তিনি কেমন বীর?

স। শিবজি সুপ্রসিদ্ধ রাঠোর রাজকুমার। বিধি কর্ত্তৃক হৃত রাজ্য হইয়া তোমাদের আশ্রিত। তিনি অতি সুন্দর ও বীর পুরুষ। আমি যখন সামন্ত সৈন্য নিকটে যাইতেছিলাম, তখন তাঁহার সহিত পথিমধ্যে আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অতদ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? আমাকে তিনি চিনিতেন। আমি সমস্ত বলিলাম, তিনি শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যাও রাজকন্যাকে গিয়া বল, আমি তাঁহার হইয়া দুষ্ট দমনার্থ গমন করিব।"

রাজ। শিবজির কি বিবাহ হইয়াছে?

স। সে কথা কেন?

রা। তাই বলিতেছি।

স। না হইলে কি বিবাহ করিবে নাকি? তা উপযুক্ত বর বটে। যেমন বাঘিনী, তেমনি বাঘ।

রাজকন্যাও বলিলেন, "যেমন বাঘিনী তেমনি বাঘ।"

৪র্থ।

শিবজি শোলাঙ্কিরাজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! শুনিতেছি লাঙ্গফুলান নামক জনৈক রাজপুতদস্যু আসিয়া আপনার নগরে অতিশয় উৎপাত ও প্রজাগণের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে, আপনি তাহার কোন উপায় করিতেছেন না?"

রাজা অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, "রাঠোর রাজ! আমি কি সে জন্য কিছু ভাবি না? কিন্তু কি করি,

আমি অনেকবার সে দুর্দ্দান্ত দস্যুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার নিকট পরাস্ত হইয়া যথোচিৎ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। শুদ্ধ আমি নহি। আমার মত অনেক নৃপতিই তাহার জ্বালায় জর্জ্জরিত।"

শি। আপনি আপনার সৈন্য সামন্তগুলিকে আমায় প্রদান করুণ, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিব।

রা। রাঠোর রাজ! তাহা হইলে আমাকে জন্মের মত কিনিয়া রাখেন।

ক্রমে যুদ্ধের আয়োজন হইল। শোলাঙ্কিরাজ, শিবজিকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সেনার ভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সত্যরাম ও রাঠোর বীরগণও তাঁহার সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন। ক্রমে উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিবজির বিশাল বিক্রম লাক্ষফুলান সহ্য করিতে পারিল না—সে পলায়ন করিল। শিবাজ জয়ী হইলেন। কিন্তু এ জয়ে তাঁহার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখ সমুদ্ভূত হইল। তাঁহার জীবন সহচর ভ্রাতা সত্যরাম ও অনেক রাঠোরবীর এই যুদ্ধে হত হইলেন। এই অভিনব জয়লাভে ও দেশের শত্রু লাক্ষফুলানের দমনে কোলুমদ পতি বিশিষ্ট আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত রাজ সম্মানে সম্মানিত করিলেন, এবং তাঁহার সহিত নিজ ভগ্নীর বিবাহ দিলেন।

৫ম।

নব বিবাহিত দম্পতি যুগল এক কারুকার্য্যকৃত মসলন্দের বিছানায় উপবিষ্ট। তখন রজনী দশ ঘটিকা। সেই সময় এক সুন্দরী পরিচারিকা এক সুবর্ণ পাত্রে করিয়া অহিফেন রস আনিয়া শিবজিকে প্রদান করিল, তিনি তাহা পান করিলেন। তখন পরিচারিকা মৃদু হাসিয়া কহিল, "রাঠোররাজ! আমার বাচালতা মার্জ্জন করিবেন, আজি চক্ষুর তৃপ্তি সাধন হইল।"

শিবজি হাসিয়া কহিলেন, "কিসে?"

প। বাঘ বাঘিনীকে একত্র দর্শনে।

রাজকুমারী কুন্দদন্তে অধর টীপিয়া তাহাকে একটা কিল দেখাইলেন। সে হাসিয়া বলিল, "বাঘের কোলে বাঘিনী থাকিলে, তাহার ভয়ে কেহ চমকায় না।"

শিবজি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার ভুল, বাঘের কোলে বাঘিনী থাকিলে তখনই তাহার বেশী দর্প হয়।

প। সেটা কোলে বসিয়া, নামিয়া নহে।

রাজনন্দিনী ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, "পোড়ার মুখী, তুমি এখান হইতে বেরোও।"

প। কাজেই, রা'ত অনেক হ'য়েছে কি না!

রা। তোর মুখে আঁট নাই!

প। শুধু শুধু কি আঁট হয়। আঁটিব কিসে?

এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

৬ষ্ঠ।

শিবজি জয়লব্ধ পুরস্কার, স্ত্রী এবং কিছু সৈন্য সঙ্গে লইয়া তথা হইতে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিন পরেই আনাহলে বার পত্তন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বিশ্রাম লাভার্থ তিনি তথায় উপস্থিত হইলে, সেখানকার রাজা তাঁহাকে যথাবিহিত সংকার করিলেন। শিবজি যখন আনাহলবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় লাক্ষফুলান আসিয়া তন্নগর আক্রমণ করিল। লাক্ষের আক্রমণে রাজা অতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু শিবজি তাঁহাকে অভয় দিয়া কিছু সৈন্য সঙ্গে লইয়া লাক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

উভয় দল সন্নিকট হইলে লাক্ষফুলান ও শিবজি উভয়ে দন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষের সেনাদল দূরে থাকিয়া সেই বীর যুগলের অপূর্ব্ব রণ কৌশল সন্দর্শন করিতে লাগিল। বীর যুগলের বিঘোর হুহুঙ্কারে, তরবারির ঘাত প্রতিঘাত জনিত ঝন ঝন শব্দে রণস্থল মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভ্রাতৃশোকোন্মত্ত প্রতিজিঘাংসু রাঠোরবীর শিবজির সে বিষম বিক্রম লাক্ষফুলান সহ্য করিতে পারিল না। শিবজির প্রচণ্ড অসি প্রহারে তাঁহার মস্তক দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। অমনি পত্তন-রাজের সৈন্যগণ ঘন গভীর নাদে জয় জয়, শব্দ—করিয়া উঠিল।

প্রতিধ্বনি সে জয়নাদ বুকে করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে বহন করিলেন, দস্যু হস্ত হইতে ত্রাণ পাইয়া সুদূর সাগর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের লোক দুই হাত তুলিয়া শিবজিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তথা হইতে বিজয়ী রাঠোর বীর লুন নদীর তীরস্থ সিবো নগরে গমন পূর্ব্বক তথাকার ছত্রিয় রাজকুলের অন্যূন দেবীগণকে সংহার করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিলেন। এবং তাঁহার জিগীষাবৃত্তি ক্রমে ক্ষীর ধারের গোহিলদিগের উপর পতিত হইল। তখন গোহিলাধিপতি মহেশদাসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অচিরে মহেশ দাস তাঁহার হস্তে পতিত হইল, অবশিষ্ট গোহিলগণ প্রাণ ভয়ে দূর হইতে দূরান্তরে পলায়ন করিল। বিজয়ী শিব জির বিজয়-জৈয়ন্তী লুনী নদীর তীরস্থ অগণিত বালিয়াড়ির মধ্যস্থলে রোপিত হইল।

৭ম।

ক্ষীরধরের সন্নিকটে পল্লী নামক এক নগর আছে। পল্লী, রাজপুতানার পশ্চিম প্রদেশের একটি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল।

এই পল্লী নগরের প্রান্ত ভাগে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিপুল ভূমি সম্পত্তি ছিল। কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণগণকে পার্ব্বতীয় মীন ও মৈন নামক অসভ্যজাতিরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া বড়ই জ্বালাতন করিত এবং তাহাদের জ্বালায় তাঁহাদের ধন ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠিল। শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ক্ষীরধরে যাইয়া শিবজির শরণাগত হইল। শিবজি অচিরে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে গমন করত মীন ও মৈন গণকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, শিবজি গমন করিলে আবার দুরাত্মারা আসিয়া তাঁহাদিগকে উৎপাত করিতে পারে, এজন্য সকলে সমবেত হইয়া একটা পরামর্শ স্থির করিলেন। সকলেই কিছু কিছু ভূমি সম্পত্তি দিয়া শিবজিকে

সেখানে বাস করাইলেন। শিবজিও সেই সমস্ত ভূমি সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই স্থলে তাঁহার শোলাঙ্কিণী স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। কুলাবণ্য গণ পুত্রের নাম অশ্বত্থামা রক্ষা করিল।

৮ম।

একদা সুগভীর নিশিথে শিবজি ও তদীয় শোলাঙ্কিণী স্ত্রী পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ করিতেছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ কৌমুদীতে জগৎ প্লাবিত। যেন বন্যার জলে সব ভাসিয়া গিয়াছে। কাননের নব প্রস্ফুটিত-কুসুম বাস নৈশ-সমীরণে মিশিয়া দিগ দিগন্তে ছুটিতেছে।

দম্পতিযুগল উদ্যান ভ্রমণ করিতে করিতে এক পাষাণবেদিকা উপরে গিয়া বসিলেন। সেই বেদিকার চারি ধারে সুন্দর সুন্দর কুসুম-বৃক্ষ সকল নব প্রস্ফুটিত কুসুম নিচয় লইয়া বাতাস ভরে হেলিতেছে ও দুলিতেছে। মধু-মাতোয়ারা মধুকর নিকর ফুলের উপর বসিতেছে, মধু পান করিতেছে আর মনের আনন্দে গুণ গুণ স্বরে গান গাহিতেছে।

শিবজি হাসিতে হাসিতে তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে কহিলেন, "প্রিয়তমে! দেখদেখি, ঐ কুসুম শ্রেণী সুবাস ও মধুরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া কেমন সুষমা ধারণ করিয়াছে।"

শোলাঙ্কিণী।—নাথ, আমার বিবেচনায়, যদি ঐ কুসুম-রাশি-মাল্য নিচয় গ্রথিত হইয়া তোমার মত সুন্দর ও বীরের গলদেশে স্থাপিত হইত, তবে যেন উহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইত।

শিবজি হাসিয়া কহিলেন, "দেবতার পাদ পদ্ম প্রাপ্ত হইলে উহার সৌন্দর্য্য আরও কি বর্দ্ধিত হইত না?"

শো।—আমার দেবতা তুমি, আমি তোমার কথাই বলিলাম। আবার তোমার দেবতার কথা তুমি বলিলে। ফলতঃ ওরূপ কুসুমরাশি উপযুক্ত অবস্থা ও স্থান প্রাপ্ত হইলেই উহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হয়।

শি।—হৃদয়েশ্বরি! সত্য কথাই বলিয়াছ, যে যেমন বিধাতা যদি তাহাকে তদুপযুক্ত স্থান ও সম্মান প্রদান করেন তবে বড়ই সুন্দর হয়।

শো। বিধাতা কাহাকেও কিছু হাতে করিয়া দেন না, উপযুক্ত গুণ রাশি দিয়া সৃজন করেন, চেষ্টা ও যত্ন করিয়া স্থান করিয়া লইতে হয়। এই দেখ তোমার মত বীর পুরুষ এদেশে অতি অল্পই আছে, কিন্তু তুমি যে অবস্থায় রহিয়াছ, সে তোমার উপযুক্ত নহে। বিধাতা গুণ দিয়াছেন, কিন্তু তোমার চেষ্টা নাই।

শি। ঠিক্ ব'লেছ। আমি এখানে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় কালযাপন করিতেছি।

শো। 'সামান্য ব'লে সামান্য। ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদ ভোজী। সেদিন এক ব্রাহ্মণের মেয়ে আমাকে বলিয়াছিল, "হ্যাগা তোমাদের নিজের বুঝি জমি টমি কিছু নাই, আমাদের এখানকার সকলে যা তোমাদিগকে দিয়াছে, তাতেই বুঝি তোমাদের ভরণ পোষণ হয়।"

শি। 'সত্য ?

শো। 'আমি কি মিথ্যা বলিতেছি! দেখ তোমার বীরত্বে সকলেই কম্পান্বিত, তুমি এরূপ হীন অবস্থায় থাকিলে উন্নত অবস্থা আর কে করিতে পারিবে ? তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এখনি ব্রাহ্মণদিগের সমস্ত ভূমি কাড়িয়া লইতে পার।

"তা পারি" এই কথা বলিয়া শিবাজি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন, শেষ বলিলেন, "পারি কেন, নিশ্চয় লইব। তোমাকে এতদ্দেশের রাজরাজেশ্বরী করিব।" অনন্তর শোলাঙ্কিণীর গোলাপী গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া কহিলেন, "গৃহে চল রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

৯ম।

এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে হোলী পর্ব্ব আসিয়া পড়িল। সমগ্র ভারতভূমি আজি আনন্দোৎসবে প্রমত্ত। গোপী-বল্লভ গোবিন্দদেবের উদ্দেশ্যে ফাগ খেলা করিবার জন্য সকলেই উৎসাহিত। সমগ্র হিন্দু আজি বিষয়-চিন্তাদি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আমোদে প্রমত্ত।

অর্থকারিণী দুষ্প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন জন্য শিবাজি আজি দ্বিধার শাণিত

তরবার হস্তে লইয়া পল্লী মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং ফাগের পরিবর্ত্তে শত শত ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া শোণিত বাহির করত গোবিন্দোদ্দেশে প্রদান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার করে পল্লীর সমস্ত ব্রাহ্মণই নিধন প্রাপ্ত হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই ব্রাহ্মঘাতক শিবজি বিকট পৈশাচিক মূর্ত্তিতে রুধিরাক্তকলেবরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শোলাঙ্কিণী তাঁহাকে যথোচিত সেবা সুশ্রুষা করিল। শিবজি অনপনেয় কলঙ্ক কালিমা বক্ষে মাখিয়া বহু সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

কিন্তু হায়! সে সম্পত্তি তিনি অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপে তাঁহার পরমায়ু হ্রাস হইল। এই ঘটনার এক বৎসর মধ্যে তিনি ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন।

কর্ম্মদেবী।

ঔরিস্তনগরাধিপ মহারাজ মাণিকরায়ের দুহিতা কর্ম্মদেবী। সমগ্র মরু-ভূমির মধ্যে কর্ম্মদেবী শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী।

রাজনন্দিনীর নীলোৎপল সদৃশ সচকুল নয়ন যুগল দর্শন করিলে বোধ হয়, হরিণীগণ ইঁহার নিকট হইতেই কটাক্ষ বিক্ষেপ অভ্যাস করিয়াছে। বোধ হয়, ইহারই ভ্রুযুগলের দীর্ঘ রেখা দর্শন করিয়া রতিপতি স্বীয় শরাসনের অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম্মদেবীর পৃষ্ঠদেশে কালভুজঙ্গিণী তুল্য বেণী—বোধ হয় তাহাই দর্শন করিয়া সাপিনীগণ তাপ প্রাপ্তে তমোময় বিবরাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কর্ম্মদেবীর বাহুযুগল শিরীষ কুসুম অপেক্ষা কোমল ও সুগঠন। পদ্মনয়নার বক্ষঃস্থলে স্তনযুগল নব যৌবনে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যেন পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুকোমলার ক্ষীণ কটীদেশের নিম্নভাগে মনোহর বলিত্রয় দর্শন করিয়া বোধ হয়, যেন বিধাতা নবযৌবনে কামদেবের আরোহনার্থ সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। নিতম্বের গুরুত্ব দেখিলে মুনিগণের ও গুরুমন্ত্র বিস্মরণ হয়। অনন্ত সৌন্দর্য্য-ময়ী কর্ম্মদেবী সখীগণ সহ রাজ প্রাসাদের সুউচ্চ শিখর দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত পদ-বিক্ষেপে বোধ হইতেছে যেন, সঞ্চালিনী স্থলপদ্ম শোভা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

যখন অসামান্যাসুন্দরী কর্ম্মদেবী সখীগণ সহ সৌধশিরে পদ চারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সূর্য্য-দেব অস্তাচল গুহাবলম্বী হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই—তাঁহার রক্তিম-কর আসিয়া সুন্দরীর সুন্দর আননের উপর পড়িয়া সে সৌন্দর্য্যের আরও সুন্দরতা বৃদ্ধি করিতেছে। আশে পাশে চারিদিকের বড় বড় বৃক্ষগুলির পাতা অস্তগমনোন্মুখ রবি-করে সুবর্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে। কাক কাকাতুয়া কোকিল কাস্তেভাঙ্গা প্রভৃতি পক্ষীপুঞ্জ দীননাথকে স্মরণ

পূর্ব্বক আজিকার মত মনের সাধে কিচির মিচির করিতে করিতে বাসায় চলিয়াছে। রাজ-অট্টালিকার পার্শ্ববর্ত্তী রাজপথ দিয়া গাড়ী ঘোড়া ঘোড়-শোয়ার সৈন্য সামন্ত কত চলিয়াছে। রাজকুমারী সৌধ-শিখর হইতে সেই সকল অনন্যমনে দেখিতে দেখিতে পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখি! বাবা নাকি আমার বিবাহ মুদ্গরাধিপ মহারাজ চণ্ডের চতুর্থ পুত্র অরণ্যকমলের সহিত দিবেন স্থির করিয়াছেন?"

সখী। স্থির কি? সে বিবাহের দিন ত অতি নিকট। বিবাহের সমস্তই আয়োজন হইতেছে।

কর্ম্ম। আমিত সে রাজতনয় অরণ্যকমলকে বিবাহ করিব না।

সখী। সে কি? বিশাল বিক্রম ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজ চণ্ডের চতুর্থ তনয়কে বিবাহ করিতে তোমার অনভিমত কেন?

কর্ম্ম। তুমি স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীজীবনের সার বুঝিতে পারিলে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ও দুঃখের কথা। সখি! রাজপুত্র বা বীর হইলেই কি তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলেত জগৎশুদ্ধ সমস্ত রমণীই রাজা ও রাজপুত্র খুঁজিয়া বেড়াইত।"

সখী। সম্বন্ধের সময় যদি পিতায় রাজা বা রাজপুত্র দেখিয়া দেন, তাহাতে কে অনভিমত প্রকাশ করে?

ক। সম্বন্ধের আগেই যদি, জীবন কাহারও করে সমার্পণ করা হয়?

রাজকুমারীর সহচরী চমকিয়া উঠিল,—সে বলিল "তুমি কি মনে মনে কাহাকেও আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ না কি?"

ক। হাঁ।

স। কাহাকে?

রাজকুমারী জড়িতস্বরে বলিলেন, "সাধু—কে।"

স। সাধু কে?

রা। যশস্মীরের ভট্টরাজের অধীনে পুগল নামে একটি জনপদ আছে, তথায় রণঙ্গদেব নামক জনৈক ভট্টসর্দ্দার বসতি করেন,—বীর সাধু তাঁহারই পুত্র।

স। ওমা সেকি?—প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ রাজা চণ্ডের তনয় ছাড়িয়া, তোমার মন সামান্য সর্দ্দার পুত্র কি প্রকারে হরণ করিল?

রাজকুমারী আরক্তনয়নে সখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা ধন্ক ছিন, তাহাকেই ভাল বল—কিন্তু সাধু বীর।"

স। মহাত্মা অরণ্যকমল কি বীর নহেন? তাঁহাদের রণ দামামা-শব্দে কাহার না হৃদয় কম্পিত হয়?

রা। হয়, কিন্তু অরণ্যকমল রাজপুত্র, তিনি রণজয় করেন সৈন্যের সাহায্যে বা অর্থের সাহায্যে, আর আমার সাধুর নিজের বাহুবল। আমি সাধুকে জীবন সমর্পণ করিয়াছি—সাধুই আমার স্বামী।

স। এ দিকে যে রাজপুত্রের সহিত তোমার বিবাহের সকলি ঠিক্‌ঠাক; তবে কি তোমার মাতাকে এ কথা জানাইব?

রাজকুমারী সে কথার কোন উত্তর করিলেন না।

২য়।

রাজা ও রাণী কথোপকথন করিতেছিলেন।

রাণী বলিলেন, "রাক্ষসী মেয়ের যে কেমন মন তাত বলিতে পারি না; বড় ইচ্ছা ছিল যে, রাঠোর রাজপুত্রকে জামাই রূপে প্রাপ্ত হইব।"

রাজা। সেই ত, আমার ও হৃদয়ে প্রবল আশা, রাঠোর রাজপুত্র অরণ্য-কমলকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া অনন্তকুল গৌরব লাভ করিব।"

রাণী। আজি নাকি সাধু এখানে আসিয়াছে?

রাজা। হাঁ।

রাণী। তাহাকে কি সম্বাদ দিয়া আনাইয়াছ?

রাজা। না, সাধু কোন্ নগর জয় করিয়া কতকগুলি অশ্ব ও উষ্ট্র লইয়া আমাদিগের এই নগর প্রান্ত দিয়া বাড়ি যাইতেছিল, আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছি। সাধু খুব প্রকাণ্ড বীর, ভারতীয় সকল নরপতিই তাহার বাহুবলকে অত্যন্ত ভয় করে।

রাণী। নহিলে কি আবাগী মেয়ে তাহার অত অভিলাষিণী হয়?

রাজা। অভিলাষিণী ব'লে অভিলাষিণী, আজি যখন আমার নিকট বসিয়া সাধু তাঁহার বীরত্বসূচক নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন, তখন কর্ম্মদেবী

আমার নিকটে ছিল—সে একমনে অভ্যাগত ভাটবীরের বচন সুধা পান করিতে লাগিল। তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন সেসকল কথা তাহার কর্ণে অনর্গল অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে।

রাণী।—তবে যখন সে সাধুকে এত ভাল বাসিয়াছে, তখন তাহার সহিতই বিবাহ দাও।

রাজা।—আমার অদৃষ্ট দোষে রাজপুত্র ত্যাগ করিয়া সামান্য সর্দ্দারপুত্রকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে হইল।

রাণী।—তাহা বলিয়া আর কি করিবে।

রাজা।—হয় হউক, কিন্তু রাজপুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এখন যদি কর্ম্মদেবী রাঠোর রাজকুমারকে বিবাহ করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে মোহিলকুলের বিরুদ্ধে রাঠোরবীর মহারাজ চণ্ডের রোষানল নিশ্চয়ই উদ্রিক্ত হইবে, নিশ্চয়ই তিনি ঔরিস্তনগর আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। ভারতের মধ্যে এমন রাজা বা বীর কে আছে যে, রাঠোর রাজার কঠোর বীরত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এখন দেখিতেছি কন্যা হইতে আমাদিগকে অনন্ত দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে হইল! তুমি কর্ম্মর সহচরীগণ দ্বারা তাহাকে আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।

রাণী।—তাহারা অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। তাহারা যত তাহাকে বুঝাইয়াছে, ততই সে বলিয়াছে, তুচ্ছ রাজ সিংহাসন লইয়া কি করিব, যাহাকে ভাল বাসিয়াছি তাহার দাসী হইয়া গিরিগুহায় থাকিব—তবু রাজ মহিষী হইয়া কুল-গৌরব লাভ করিতে গিয়া দ্বিচারিণী হইব না।

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

৩য়।

ঘোর অমাবস্যা রজনী, প্রকৃতি সতী ঘোরান্ধকারে আবৃতা হইয়া ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছে, এই নিস্তব্ধ জগত-প্রাঙ্গনে আবার মধ্যে মধ্যে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পতিত হইয়া অন্ধকার রজনীকে আরও গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে।

এই অন্ধকার রজনীর বিভীষিকার মধ্য দিয়া দুইটি স্ত্রীলোক গমন করিতে লাগিল। ক্ষণিক যাইয়া তাহারা একটা অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বার রক্ষককে কহিল, "তোমার প্রভুকে গিয়া সম্বাদ দাও, দুইটি স্ত্রীলোক তাঁহার দর্শন প্রার্থিনী।"

প্রতিহারী পাঁড়ে ঠাকুর তখন একটা শঙ্গিন চড়ান মস্ত বন্দুক স্কাঁড়ে করিয়া পায়চালী করিয়া বেড়াইতেছিলেন। স্ত্রীলোকদ্বয়ের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি মৃদু-গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "মিশ্রি ঠাকুর!"

তখন মিশ্রঠাকুর গুণ গুণ করিয়া পিলু ভাঁজিতে ভাঁজিতে সেখানে আসিয়া দর্শন দিলেন। পাঁড়েজি কহিলেন, "এই দুইটী স্ত্রীলোক মহারাজের সহিত দেখা করিতে চাহে, তাঁহাকে জানাও।"

মিশ্র চলিয়া গেল; এবং মুণিবের নিকট গিয়া সমস্ত কথা জানাইল। মিশ্রঠাকুরের মুণিব অতি সুপুরুষ। পঁচিশ বৎসরের যুবা, অতি বলিষ্ঠগঠন, রূপে কার্ত্তিকেয়। তিনি বলিলেন, "সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।"

মিশ্রঠাকুর ত্বরাপদ গমনে স্ত্রীলোকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া আসিয়া মুণিবের নিকট পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকদ্বয় দ্বারদেশে দাঁড়াইল, উভয়েই অবগুণ্ঠনবতী যুবতী।

মুণিব বলিলেন, "তোমরা কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছ? আমাকে কি তোমরা চিনিয়াছ—আমার নাম সাধু।—যশলমীরের ভট্টরাজের অধীন পুগল নামক স্থানে আমার বাস।"

আগন্তুকা মনে মনে হাসিল, মনে মনে বলিল "এত পরিচয়ের ঘটা কেন? আমি কি না জানিয়া আসিয়াছি।" কিন্তু নিস্তব্ধ।

সাধু কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "আমি ভক্টবীর সাধু, তুমি কে, কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছ? মুখে ঘোমটা কেন? যদি ঘোমটা

খুলিয়া তোমার মনের কথা না বলিবে, তবে আমার নিকট তোমার আসা কেন?"

তখন একটী যুবতী ঘোমটা খুলিল। সাধু দেখিলেন, সে পূর্ণচন্দ্রের হসিত-ছবি অনিন্দ্য সুন্দর মুখী। সাধু বলিলেন, "তুমি রাজকন্যার সহচরী? আমি তোমাকে তখন রাজ সভায় রাজকুমারীর সঙ্গে দেখিয়াছিলাম। এখন আমার নিকট কি আবশ্যক?"

রাজকন্যার সহচরী জড়িত স্বরে কহিল, "যাঁহার আবশ্যক, তিনি এই সঙ্গেই এসেছেন?"

স। কে উনি? আবশ্যক থাকে ত, মুখের আবরণ খুলিয়া আমার নিকট প্রয়োজনের কথা জানান। যথা সাধ্য পূরণ করিব।

লজ্জায় জড় সড় ভাবে ধীরে ধীরে অপরা অবগুণ্ঠন মোচন করিল। সাধুর শরীর শিহরিয়া উঠিল। সাধু দেখিল সে রাজকুমারী কর্ম্মদেবী। বলিল, "রাজকুমারী এতরাত্রে এরূপ দীন বেশে তুমি এখানে কেন?"

এ দিক ও দিক করিয়া গলাঝাড়িয়া ঘামিয়া মুখলাল করিয়া রাজকুমারী কহিল, "অবলার প্রবলতা মার্জ্জনা করিবেন, বড় বিপদে পড়িয়াই আজি আপনার শরণাগতা হইয়াছি। সতীর সতীত্ব রক্ষার্থে আপনার সাহায্য করিতে হইবে।"

সাধু বিস্মৃত হইল। বলিল, "সে কি, আপনার কথার ত আমি কিছুই অর্থ বোধ করিতে পারিতেছি না।"

কর্ম্ম। আমি চারণ ও ভট্টকবিগণ কর্ত্তৃক এবং সৈন্যদিগের মুখে আপনার বাহুবলের বিশেষ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এদিকে আমার পিতা কুলগৌরব লাভাশয়ে রাঠোর কুলপতি মহারাজ চণ্ডের চতুর্থ তনয় অরণ্যকমলের সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন নিকট জানিতে পারিয়া আমার মনোগত ভাব সখীদ্বারা পিতার কর্ণগোচর করাই। কিন্তু তিনি বিশাল বিক্রমশালী মহারাজ চণ্ডের পুত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলে রাঠোররাজের বিষম আক্রোশে পতিত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবেন, এই ভাবনায় কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছেন। আমি কিন্তু স্থির করিয়াছি, আপনিই আমার স্বামী। যদি দয়া করিয়া

দাসীর প্রতি কৃপাকরেন ভালই, নচেৎ আপনার একটী উষ্ণীষ আমাকে প্রদান করুন, আমি তাহা লইয়া যাই, যেদিন সে পাপ বিবাহের দিন স্থির হইবে,সেই দিন উষ্ণীষ বুকে করিয়া অনন্তচিতায় সকলজ্বালার শান্তি করিব।

সাধু অনেকক্ষণ রাজকুমারীর বর্ষা-বারি-সিক্ত পদ্মবৎ মুখ খানির প্রতি চাহিয়া থাকিল, শেষ বলিল "সুন্দরি! যে রূপেই হউক, আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর।"

"মনে থাকে যেন" এই কথা বলিয়া সহচরী সমভিব্যাহারে রাজকুমারী কর্ম্মদেবী ধীরপদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

৪র্থ।

পরদিন প্রত্যূষে সাধু বাড়ি যাইবেন, কিন্তু রাজা তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন, "আহারাদিকৃত্য সমাপন করিয়া যাইবেন।"

তাহাই স্থিরিকৃত হইল। পরে যথা সময়ে পান ভোজন বিবিধ বিধানে সমাপিত হইলে, মোহিল রাজ মাণিক রায় সাধুকে নিকটে ডাকিয়া নিভৃতস্থলে লইয়া তাহার নিকট বৈবাহিকবৃত্তান্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এবং রাঠোর রাজকুমারের সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু তেজস্বী সাধু তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত হইলেন না। তিনি সগর্ব্বে কহিলেন, "মহারাজ! এরূপ সামান্য কার্য্যে যদি রাজার ক্রোধই হয়, তবেত আর দেশে কেহ কাহারও সুবিধামতে মেয়ে ছেলের বিবাহ দিবে না। ছেলে মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে সকলেই স্বাধীন। আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই, আপনি যদি যথা বিধানে নারিকেল ফল পুগলে প্রেরণ করেন তাহা হইলে আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই রূপ কথাবার্ত্তার পর সেই দিবসই সাধু স্বনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে মোহিলরাজ মাণিক রায় পুগলে নারিকেল ফল পাঠাইয়া দিলেন, সাধু তাহা গ্রহণ করত যথা সময়ে ঔরিন্ত নগরে আগমন পূর্ব্বক কর্ম্ম-দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহে অবশ্য খুব ধূমধাম হইল।

মাণিক রায় কন্যাও জামাতাকে বিপুল যৌতুক প্রদান করত বিদায়

করিলেন। নব দম্পতির সমভিব্যহারে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণের একটী বৃষ মূর্ত্তি, ত্রয়োদশটী সুন্দরী যুবতী রাজপুতবালা ও সার্দ্ধ সপ্ত শত সুশিক্ষিত সৈন্য এবং মাণিক রাজের শ্যালক মেবরাজ গমন করিলেন।

৫ম।

নিভৃত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ এবং চন্দ্রালোক-বিধৃত কুসুমোদ্যানে বসিয়া একাকী অরণ্যকমল কি ভাবিতেছিলেন। কখন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নয়নরঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখন বা উজ্জ্বল সান্ধ্যতারার প্রতি চাহিয়া অনন্যমনে ভাবিতেছিলেন। এমন সময় তথায় এক জন রাজপুত প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যেন অরণ্যকমল কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। উভয়ে গিয়া একটা তরুতলে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করত অরণ্যকমল আগন্তুককে কহিলেন, "উমেদ সিংহ কি সম্বাদ পাইয়াছ?"

উমেদ। ঠিক।

অর।—ঠিক্ কি? বিবাহ হইয়াছে?

উমেদ। হাঁ হইয়াছে, তাহারা আজি সকালে ঔরিস্ত নগর হইতে যাত্রা করিয়াছে।

অর।—কর্ম্মদেবীর মতে হইল, কি সাধু প্রলোভন দেখাইয়া একার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইয়াছে?

উমেদ।—প্রকাশ, কর্ম্মদেবীই সাধুকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, তাই উপায়ান্তর না দেখিয়া ঔরিস্ত নগরাধিপ সাধুকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস সেটা বাহিরের কথা। ভিতরের কথা স্বতন্ত্র।

অর।—তা ঠিক্। নতুবা আমার এত ধনৈশ্বর্য্য—এত প্রভুত্ব—আর সেই সাধু সামান্য দাসানুদাস সর্দ্দারপুত্র,—সেই সে অসামান্যা রূপলাবণ্য সম্পন্না কর্ম্মদেবীর মন হরণ করিল। কিন্তু যাহাই হউক, এ অপমানত সহ্য করা যায় না। পামর সাধুকে এর প্রতিফল দিতে হইতেছে।

উমে। আমিও তাহাই মনে ভাবিতেছিলাম। তাহারা এখনও পথে আছে, অতএব আগামী কল্য প্রত্যূষে গিয়া তাহাদিগের পথাবরোধ করা যাউক।

অরণ্যকমল কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না। এই রাত্রের মধ্যে সামন্তসৈন্য এবং যুদ্ধোপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদির যোগাড় করগে। কালি খুব প্রত্যুষে গিয়া তাহাদের পথরোধ করিতে হইবে।"

উমেদ সিংহ "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। রাজকুমার অরণ্যকমল উঠিয়া ক্ষণিক পদচারণা করিয়া বেড়াইলেন। শেষ "দেখিব সাধু কেমন বীর" এই কথা বলিতে বলিতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

৬ষ্ঠ।

সার্দ্ধসপ্তশত সৈন্য সমভিব্যহারে লইয়া সাধু শশুরালয় হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে রাত্রি জন্য চন্দন নামক স্থানে ছাউনি করিয়া সে নিশাযাপন করিলেন,—মনের আশা প্রভাত হইলেই পতিপ্রাণা পত্নী সহ পুগলে প্রয়াণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল।

প্রত্যুষে—তখনও বৃক্ষ রাজির অভ্যন্তর ভাগ হইতে অন্ধকার অপসৃত হয় নাই—তখনও মুদ্রিত কমলিনী ফুটে নাই—তখনও রবিকর পৃথিবীপরি পড়ে নাই—তখনও উষাসতী কার্য্য সমাধা করিয়া স্নানার্থে পশ্চিম সাগরে গমন করে নাই, তখনও উষার আধ খোলা অবগুণ্ঠন পকাশিত চিকুরগুচ্ছ বায়ু ভরে ধীরে ধীরে দুলিতেছে—তখনও কুলায় বসিয়া পাখীগুলি প্রাণ ভরিয়া নহবত বাজাইতেছে—তখনও কুসুম কুমারীগণ মাথা নাড়িয়া শিশিরকন্যাকে সোহাগ করিতেছে! এমন সময় রাঠোরবীর অরণ্যকমলের সাগর তরঙ্গবৎ অগণিত সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। চন্দনের প্রখণ্ড ভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যে দিকে নয়ন ফিরান যায়, সেই দিকেই কেবল কালরঙ্গের মিশামিশি ঠেসাঠেসি মস্তক—আর প্রতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্র সমুদয় ঝকমক্ করিতেছে।

সাধুও তৎসমভিব্যহারী ব্যক্তিবৃন্দ অকস্মাৎ অরণ্যকমলের রাজার সৈন্য সন্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত হইল না। উভয় দলই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিল। শেষে অরণ্যকমল তাঁহার প্রধান সেনানায়ককে কহিলেন "আমার ইচ্ছা, আমি দলযুদ্ধ না করিয়া সাধুর সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। কর্ম্মদেবী সাধুর ভুজ-

বলের পক্ষপাতী হইয়াই নাকি তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে দেখাইব, কাহার বাহুতে অধিক বল।" সেনানায়ক তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। সাধু অপেক্ষা রাঠোর রাজকুমারের সৈন্য তিন গুণ অধিক হইলেও তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ মনস্থ করিলেন।

উভয় দলের রণ দামামা বাজিয়া উঠিল—তূর্য্য নিনাদিত হইতে লাগিল। সকলের আগে সাধুর পক্ষের জয়টঙ্কা নামক একজন এবং রাজকুমারের পক্ষের চৌহানযোধ নামক একজন পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উভয়ের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। উভয়ের বিষোর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময় জয়টঙ্কা একটু অবসর পাইয়া এক বিকট চিৎকার সহকারে প্রচণ্ড লম্ফ প্রদান করত অশ্ব সহ যোধের উপর পতিত হইলেন। যোধ সে বিকট বেগ সহ্য করিতে পারিল না, সবাহনে ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন বিজয়ী বীর জয়টঙ্কা যোধের শোণিতাক্ত তরবারি উদ্যত করিয়া শত্রু-পক্ষের মধ্যে পতিত হইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিল, তাহাকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহাতে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল,—তখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়া দল যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। উভয় দলেই ভীষণ সিংহনাদ করত পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দলযুদ্ধ করা অরণ্যকমল বা সাধুর অভিপ্রেত নহে,—সুতরাং তাঁহারা সৈন্যগণকে প্রকৃতিস্থ করিয়া উভয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন।

---

৭ ম।

যেখানে উভয় দলের সেনা সমাবেশ হইয়াছে, তাহারই পার্শ্বে রথোপরি বসিয়া কর্ম্মদেবী উভয় দলের যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। সাধু এক্ষণে শেষ বিদায় লইবার জন্য প্রিয়তমা কর্ম্মদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কর্ম্ম-দেবীর সুন্দর আননের তখন গম্ভীর ভাব, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নেন্দিবর যুগল, যেন বর্ষাবারিপরিপূরিত নীল-নলিনীবৎ। সাধু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তবে যাই, অরণ্যকমলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইগে।"

কর্ম্মদেবীর গম্ভীর বদন আরও গম্ভীরতা ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় ফাটিয়া জল আসিতেছিল, হুকুমে চক্ষুরজল চক্ষু প্রান্তে ফেরত পাঠাইয়া কর্ম্মদেবী কহিলেন, "রাজপুতের—বিশেষ বীরের ধর্ম্ম যুদ্ধ করা, যান গিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। কিন্তু অরণ্যকমলের সৈন্য প্রায় আপনার সৈন্যের তিন গুণ।"

সাধু। অরণ্যকমল প্রকৃত বীর। তিনি লঘুচেতা নহেন, আমার সৈন্য সংখ্যা অল্প দেখিয়া, তিনি দলযুদ্ধের পরিবর্ত্তে আমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কর্ম্ম। তবে সাবধান হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন—ভগবান আমাদিগের শুভসাধন করুন।

সাধু। তবে চলিলাম।

কর্ম্মদেবী শান্ত ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "যান, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। আমি এই স্থানে থাকিয়া আপনার যুদ্ধ দেখিব, জয়ী হইতে পারেন, ভালই—আর যদি রণক্ষেত্রে শয়ন করেন—আপনার সহমৃতা হইয়া পরলোকে একত্রে পরমানন্দে থাকিব।"

কর্ম্মদেবীর এই বীরত্ব পূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু দ্বিগুণতর উৎসাহে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

সাধুর হস্তে দ্বিধার তরবার এবং সুতীক্ষ্ণ শূল। সাধু উন্মত্তের ন্যায় বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতে লাগিল, তাহাকেই যম সদনে প্রেরণ করিল। অতঃপর সাধু গিয়া রাঠোর রাজকুমার অরণ্যকমলের সম্মুখীন হইল।

রাঠোর রাজপুত্র, সাধুর হৃদয়-শোণিতে আপনার ঘোর অবমাননা বিধৌত ও হৃদয় জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি গর্ভাগ্নিক ভূধর সম অপেক্ষা করিতেছিলেন, সময় বুঝিয়া নিজ পঞ্চকল্যাণ নামক প্রচণ্ড রণতুরঙ্গমকে সাধুর দিকে চালিত করিলেন। একজন অপরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ সদাচারে অতিবাহিত করিয়া সাধু স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া শাণিত তরবার চালিত করিলেন, কিন্তু চতুর অরণ্যকমল তাহার প্রতিরোধ করিয়া বিপক্ষ বিনাশ জন্য অস্ত্র চালনা করিলেন। উভয় বীরের

হস্তস্থিত শাণিত দ্বিধার তরবার বিদ্যুৎবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ঘাত-প্রতিঘাত জনিত তুমুল সংঘর্ষে অনর্গল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিতে করিতে সেই তরবার দ্বয় সূর্য্যকিরণে বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল।

যুদ্ধ বিশারদ সাধু একটু অবসর পাইয়া অরণ্যকমলের মস্তক প্রতি অস্ত্র চালনা করিলেন, কিন্তু ক্ষিপ্র হস্ত বীর অরণ্যকমল সে আঘাতের গতি প্রতি-রোধ করিয়া সাধুর মস্তকে প্রচণ্ড অসি প্রহার করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই উভয়বীর বজ্র-ভগ্ন দুইটি মেরু শৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

রাঠোরবীর মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সত্বরেই সংজ্ঞা প্রাপ্তে উঠিলেন। কিন্তু ভট্টিবীর সাধু আর উঠিলেন না। জন্মের মত তিনি রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পুণ্যলোক আশ্রয় গ্রহণ করিল।

উভয় পক্ষের সেনাদল কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া শেষ তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

৮ম।

পতি-গতপ্রাণা কর্ম্মদেবী দেখিলেন—তাঁহার আশা-প্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তিনি যে সুকুমার কুসুমের পানে চাহিয়া কত সুখে জীবন যাপন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সে কুসুম আজি, কাল-কীট দষ্ট হইয়া জন্মের মত বৃন্তচ্যুত হইল। তাঁহার আশা-ভরসা সকলি ফুরাইয়া গেল। কিন্তু তিনি শোকাতুরা হইয়া আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদিলেন না—নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ মূর্ত্তিবড়স্থির বড়গম্ভীর। কর্ম্মদেবী অনেকক্ষণ রথোপরি বসিয়া নিঃশব্দে নিস্তব্ধে চিন্তা করিলেন, শেষ ধীরে ধীরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যেখানে তাঁহার হৃদয়-দেবতা স্বামী রক্তাক্ত কলেবরে বিগতপ্রাণ হইয়া পড়িয়া রহি-য়াছেন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুচর দিগকে শীঘ্র চিতা সজ্জা করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। অচিরে সেই রণস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। মোহিল-কুল-কুমারী এক জন সৈনিকের নিকট হইতে একখানি শাণিত কৃপাণ চাহিয়া লইলেন। তাঁহার বদন হইতে এক বীরত্ব জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতে

লাগিল। তিনি অম্লান-বদনে দক্ষিণ হস্তে সে করাল কৃপাণ ধারণ করিয়া বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিলেন। সে হস্ত স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়িল। তখন একজন অনুচরকে বলিলেন, "এই হস্ত খানি লইয়া গিয়া আমার শ্বশুরকে দিও—আর বলিও, তাঁহার হতভাগিনী পুত্রবধূ এইরূপ ছিল।"

তদনন্তর কৃপাণ ফেলিয়া মৃণাল বিনিন্দিত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কর্ম্মদেবী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমার এই হাত খানা কাট।"

যখন এই অনুজ্ঞা করিলেন, তখন কর্ম্মদেবীকে দেখিলে প্রাণের ভিতর কেমন একরূপ ভয়, বিষাদ ও ভক্তির উদয় হয়। প্রাণ যেন কেমন বিচলিত হইয়া যায়। আদিষ্ট সৈনিক তাঁহার অনুজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে ভীম তরবারাঘাতে কর্ম্মদেবীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া উভয় দলের সৈন্যগণ শোকে বিস্ময়ে হৃদয় ভেদীস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু কর্ম্মদেবী অটল অচল। তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ও অবিকম্পিতস্বরে কহিলেন, "এই হস্তখানি মোহিলকুলের ভট্টকবিকে প্রদান করিও।" এই বলিয়া তিনি স্বামীর মৃতদেহকে চিতার উপর স্থাপিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া দিতে বলিলেন। সৈনিকগণ তাহাই করিল।

১৪০৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ভীষণ রণক্ষেত্র-মাঝারে বীরনারী কর্ম্মদেবী সেই জ্বলন্ত চিতায় পতিপার্শ্বে শয়ন করিলেন। আবশ্যক কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে চিতার আগুণ ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সতী কর্ম্মদেবী নিষ্কম্প ও নিশ্চল ভাবে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতিত পাবন, ভবভয়হারণ ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে দগ্ধ হইয়া গেলেন। পাঁচ ঘণ্টাপরে চিতার আগুণ নিবিল, সেই প্রজ্জ্বলিত-হুতাশন-বিক্রম স্থিরতা প্রাপ্ত হইল,—কিন্তু হায়! সতী আর নাই; সেই সুন্দর শরীর—যাহা দেখিয়া রাঠোর রাজকুমার উন্মত্ত হইয়াছিলেন, ভট্টিবীর সাধু যে মূর্ত্তি আপন-হৃদয়ে যত্ন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—আজি সেই অনিন্দ্য-সুন্দর শরীর কদর্য্য ভস্ম রাশিতে মিশিয়া গেল।

কর্ম্মদেবীর আদেশ মতে তদীয় ছিন্ন বাহুদ্বয় যথাযথ স্থানে নিতরিত হইল। কর্ম্মদেবীর শ্বশুর পুত্রবধূর সে বাহু লইয়া অনেক কাঁদিলেন, শেষ সেই বাহু দগ্ধ

করত তাহা সমাধিত করিয়া তথায় একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহা পুত্র-বধুর নামে উৎসর্গ করিলেন, আজিও তাহা "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে অভিহিত হইয়া তাঁহার বিমল যশ ঘোষণা করিতেছে।

বালিকা-বেদী।

১ম।

যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া লোদীবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে ঘোর-তর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে মাবারাবের রাজসিংহাসন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কিন্তু তথাপিও যবনদিগের ক্রূর দৃষ্টি হইতে মাবারাব একে-বারে অব্যাহতি পায় নাই। সময় ও সুবিধা মতে তাহারা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়া বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা প্রদান করিত।

সুপ্রসিদ্ধ যোধপুরের পাঁচ ক্রোশ দূরে পিপার নামক একটি নগর আছে, তথায় বৎসরান্তে শ্রাবণ মাসের তৃতীয়া তিথিতে "পার্ব্বতী তৃতীয়া" বলিয়া একটা মেলা হইয়া থাকে। রাজপুত ললনা-কুল তথায় গিয়া ভগবতীর চরণ অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসের অন্যতম পর্ব্ব পার্ব্বতী-তৃতীয়া তিথিতে পীপারে রাজরাজেশ্বরী ভগবতীর মেলা বসিয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে রাজপুত পুরুষ ও ললনা-কুল সমাগত হইয়া ভক্তিভরে ভগবতী ভবানীর চরণ অর্চ্চনা করিতেছে। কত শত দোকানী পশারী আসিয়া সাধের বিপণী সাজা-ইয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর,—দিননাথ মধ্য গগনাবলম্বী হইয়া জগতে প্রতপ্ত কিরণ ঢালিতেছেন। মেলাক্ষেত্রের বড় বড় বৃক্ষরাজি যাত্রীদলের কষ্ট নিবারণ জন্য যেন শত শত কর প্রসারণ করিয়া কমল-কান্তের কর হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। বৃক্ষের ঘন বিন্যস্ত ঠেশাঠেশি মিশামিশি অগণ্য নবীন পল্লব রাশির মধ্য হইতে পক্ষীগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে।

অগণ্য যাত্রীদলের মধ্য কেহ মায়ের পূজা করিতেছে, কেহ পূজা সারিয়া জলযোগ করিতেছে, কেহ বা জলযোগ করিয়া রুটি প্রস্তুত করত অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে সেঁকিতেছে, যাত্রীর মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। সহস্র সহস্র সুন্দরী রাজপুত-যুবতী সেখানে জুটিয়াছে।

এই রূপ পার্ব্বতীর উৎসবের যখন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন একদল পাঠান সেনা তথায় আসিয়া আপতিত হইল। তাহারা ভয়ঙ্করূপে অত্যাচার আরম্ভ করিল। দোকানীর দোকান লুঠ করিয়া, যাত্রীদিগের মুখের রুটি কাড়িয়া, পুষ্প বিল্বদল চরণে দলিত করিয়া, যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে অন্যূন একশত চল্লিশজন সুন্দরী কুমারীকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

রাজপুত পুরুষগণ তখনই পাঠানগণের বিরুদ্ধে অসি, শূল, ভল্ল, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সকল চালনা করিল, কিন্তু কিছুতেই দুর্বৃত্ত পাঠানগণের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা কুমারীগণকে লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিতে লাগিল।

২য়।

রাঠোরকুল চূড়ামণি যোধের পুত্র শূরজমল তখন মারোয়ারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

বৈকালের স্তিমিত রৌদ্র ধবাতল পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ সৌধ শিরে, বড় বড় গাছের আগায় পর্ব্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অল্পে অল্পে সুমৃদু সমীরণ বহিতেছে—এই সময় মহারাজ শূরজমল উদ্যান-ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট সাহসীক কয়েকজন শরীররক্ষক ভিন্ন অপর কেহই ছিলনা।

ছুটিতে ছুটিতে একজন রাজপুত তাঁহার নিকট আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সে যেন বড় ভয়ার্ত্ত, বড় বিপন্ন। তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া শূরজমল তাহা বুঝিতে পারিলেন। আশাও অভয় দিয়া রাজা কহিলেন, "তোমার কি হইয়াছে, শীঘ্র বল, এখনই তাহার প্রতিকার করিতেছি।"

সে কথা কহিতে পারেনা। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া গলাঝাড়িয়া,

মুখলাল কবিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পীপারের মেলা হইতে পাঠানগণ প্রায় একশত চল্লিশ জন রাজপুত-কুমারীকে হরণ কবিয়া লইযা গিয়াছে।"

এই কথা শুনিবা মাত্র শূরজমলের চক্ষুর্দ্দয হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। চক্ষুযুগল জবাকুসুমেব ন্যায বক্তবর্ণ হইল। ক্রোধও জিঘাংসায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। পাষণ্ড দিগের শাস্তি দিবার ও কুমারীগণের উদ্ধাব কবিবাব জন্য তিনি অধীর হইযা উঠিলেন। পাছে সৈন্যাদি সমস্ত সংযোগ কবিযা লইয়া যাইতে বিলম্ব হয, এই ভযে তিনি উপস্থিত অশ্ব ও শবীববক্ষক কযেকজন সসজ্জিব্যহারে লইযা, দস্যু-দলের অন্বসন্ধানে তীব্র গমনে বাহির হইযা পড়িলেন।

৩য়।

অতিতীব্র বেগে, অবিরাম গতিতে গমন কবায সত্বরেই পাঠনদিগের সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন মহাবাজ শূরজমল ক্রোধে উন্মত্ত হইযা পাঠানদিগেব উপব সিংহ বিক্রমে আপতিত হইলেন। পাঠানেবাও তাঁহাদিগের উপর ভীষণ ভীষণ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ কবিতে লাগিল। উভয দলে ঘোবতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

কিন্তু ধর্ম্মবলে বলীযান শূরজমলেব সে ভীমতেজ দুরন্ত পাঠানেরা অধিকক্ষণ সহ্য কবিতে পাবিলনা। তাহাদিগেব মধ্যে অনেকেই শূরজমলের ভীষণ তরবারি মুখে পতিত হইযা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট কযেকজনে সেতেজ কখণই সহ্য করিতে পারিবেনা বিবেচনায, কন্যাগণকে পরিত্যাগ কবত ক্ষিপ্রবেগে পলায়ন করিল। রাজপুত কুমারীগণ উদ্ধাব হইলেন। মহাবাহু শূরজমল জয়ী হইলেন।

কিন্তু সেজযে তিনি আনন্দানুভব কবিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই তাহাতে আহ্লাদিত হইলনা। তিনি যবনদিগের অস্ত্রে এতদূর ক্ষতবিক্ষত হইযাছিলেন যে, রণস্থল হইতে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেননা। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড হইতে তীব্রবেগে রক্ত বাহির হইতে

লাগিল। কত চিকিৎসক আসিয়া রক্তরোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হায়! সে রক্ত আর কিছুতেই বন্ধ হইলনা। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার অমূল্য জীবনবায়ুর সহিত রক্ত বন্ধ হইয়া গেল;—শূরজমলের পবিত্র আত্মা কুমারিগণের সুমধুর স্তুতি ব্যঞ্জক গীত শুনিতে শুনিতে স্বর্গধামে গমন করিল।

তখন সেই একশত চত্বারিংশ অপ্সরানিভ কুমারিগণ তাঁহার দেহবেষ্টন করিয়া সুমধুর স্বরে তাঁহার স্তুতি ও বীরত্ব ব্যঞ্জক গীতগাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সে পবিত্র দেহকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া পূত-সলিলতটে যথাবিহিত সৎকার করিল। এবং একটী বেদীনির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার স্মারক চিহ্ন স্থাপনা করিল।

আজিও মহত্মা শূরজমলের এই পবিত্র কীর্ত্তি রাজস্থানে ভাটকবিগনের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

অমর সিংহ।

১ম।

অমর সিংহ রাঠোররাজ গজ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। অমর বলবান, তেজস্বী এবং উদ্ধত স্বভাব সম্পন্ন। তিনি পিতার দক্ষিনাবর্ত্তের যুদ্ধজয়ের প্রধান সহায়—তাঁহার ভয় নাই, বিবেক নাই। ফলতঃ অমর বিবাদে অগ্রগামী, যুদ্ধে নির্ভীক এবং ঔদ্ধত্যে অগ্রগণ্য। সুতরাং তিনি মারাবারের পঞ্চাশত্ সহস্র রাঠোরের রাজ সিংহাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেননা, বিবেক কাহাকে বলে অমর তাহা জানিতনা, শীলতা, নম্রতা, উদারতা তাহার নিকট স্থান পায় নাই। শুধু কি বলে রাজসিংহাসন লাভ হয়?

মারাবারের কেহই অমরকে ভালবাসিত না। তবে যাহারা তাহার মত ঔদ্ধত্য ও অবিবেকী, তাহারাই তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যৌবন, ধন সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকতা এই কয়ের একত্র সমাবেশ হইলে মহা অনর্থের কারণ হয়, অমর সিংহে সে সকলই বর্ত্তমানছিল তাহার উপর আবার ঔদ্ধত্য ও অসৎ প্রবৃত্তির কতকগুলি যুবক তাঁহার সহায়তা করায় আরও মহা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। অমর সিংহ যখন তখন, যাহাকে তাহাকে অপমান করিতেন। এমন কি সামান্য সামান্য অপরাধে অনেককেই যমসদনে প্রেরণ করিতেন।

অমর সিংহের একটি উপপত্নী ছিল। তাহার নাম সরযূ। সরযূ সুন্দরী ও যুবতী। একদা এক সর্দ্দারের পুত্র সরযূকে কি বলিয়া তামাসা করিয়াছিল, ক্রমে সে কথা রাঠোর রাজপুত্র অমরসিংহের কর্ণে উঠিল। ঔদ্ধত্য প্রকৃতি ও ক্রোধন স্বভাব বীর অমরের হৃদয় তাহাতে জ্বলিয়া উঠিল। অমরের সহচরগণ আবার তাহাতে বাতাস প্রদান করিল। সুতরাং সে ক্রোধানল রাশিতে অচিরেই একটা অশুভ উৎপাদন করিয়া তুলিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, জগৎ নিস্তব্ধ, কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। প্রকৃতি যেন পরম পিতা পরমেশ্বরের পাদ পদ্মে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সমাধি মগ্ন রহিয়াছেন। অমর কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে লইয়া সেই সর্দ্দার পুত্রের ভবনোদ্দেশে গমন করিলেন,—এবং তাহাদিগের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সর্দ্দার পুত্রের গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন—এক সুশোভিত পর্য্যঙ্কে সর্দ্দার পুত্র, ও তাহার পরমা রূপসী যুবতী স্ত্রী শয়ান রহিয়াছে। অমরের চিত্ত ভাব পরিবর্ত্তণ হইল,—সে যুবতীর ফুল্ল গোলাপ বিনিন্দিত মুখ শোভা দর্শন করিয়া অমরের হৃদয় বিচলিত হইল। পাপিষ্ঠ তখন সে যুবতীর মুখ বন্ধন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

২য়।

অমর একটা প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করিয়া যুবতীর মুখ বন্ধন খুলিয়া দিল,—যুবতী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—কিন্তু কেহই তাহার সে দারুণ চিৎকার শুনিতে পাইল না। সে প্রান্তর মাঝারে, সে নিদাঘ-নিশিথে তাহার চিৎকার শুনিতে কে পাইবে? সে বালিকার অন্তরব বাতাসে মিশিয়া শূন্যে উঠিল। সে ক্রন্দনে পামর অমরের হৃদয় বিচলিত হইল না,—সে তাহার পাপ প্রবৃত্তি পরিপূরণের প্রস্তাব করিল। যুবতী স্বীকৃত হইল না,—তখন পামর বল প্রকাশে সতীর সতীত্ব নষ্ট করিল।

সতীর অভিসম্পাত—সতীর চক্ষুর জল বজ্র তুল্য। অমর হাতে হাতে তাহার ফল পাইল,—সে যেমন বাহির হইতে যাইবে, অমনি একটা কাল সর্প তাহার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে রাঠোর রাজকুমার তনুত্যাগ করিলেন,—বিধাতা এম্নি করিয়াই পাপের দণ্ড দিয়া থাকেন।

খেঁদির প্রেম।

—০০—

১ম।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত পীরোজপুর নামক গ্রামে এক ঘর ধনীলোক বাস করিতেন। তাহাদিগের যিনি এখনকার কর্ত্তা, তাহার নাম ধনদাস। ধনদাস কায়স্থ—উপাধী বসু। ধনদাসের বয়স, পঁয়তাল্লিশের কম নহে, তাঁহার দুইটি কন্যা—জ্যেষ্ঠার নাম বিশ্বেশ্বরী, লোকে খেঁদি বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ ও বিশ্বেশ্বরী খাদা।—খাদা খাদা বিষম খাঁদা; নাকের সে সমুন্নত শুকচঞ্চুর উপমার স্থলে আমি যে কি উপমা দিব,—ভাবিয়া পাইতেছি না। পাইলেও বলিতে লজ্জা করিতেছে।—কেন না, লেখকগণ উপন্যাসের নায়িকাগণকে যতদূর সম্ভব সুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার উপন্যাসের নায়িকা বিশ্বেশ্বরীকে খাদা বলিয়া বর্ণনা করিতে হইতেছে,—খাঁদা, আবার বিশেষ খাঁদা। সে কোটর প্রবিষ্ট পেচকচক্ষুবৎ,—তাহে আবার রক্ত বর্ণাভ!—হবে না কেন, যেমন কানা দেবতা, তেমনি ধুলোর নৈবেদ্য। যেমন আমি লেখক,—তেমনি আমার নায়িকা।

দেখ,—হনুমান বড় সুরসিক লোক! লক্ষ্মণের জীবনদান জন্য বিশল্যাকরণীর খোঁজ না পেয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বত শুদ্ধ নিয়ে এসে, শেষ আপন কার্য্য সমাধা ক'রে, আবার যেখানকার পর্ব্বত সেইখানে রাখিয়া আসিল। আর বঙ্গভাষার জীবনদান জন্য যে মহাত্মা প্রথমে নভেল-গন্ধমাদন আনয়ন করিয়াছিলেন,—তিনি বড়ই অবিবেচক। তিনি যদি নভেল-পর্ব্বত এনে, আবার আপন কার্য্য সমাধা করিয়া যেখানকার নভেল সেই স্থানে রাখিয়া আসিতেন, তবে আমাদের মত লেখকের বড় উপকার করিতেন। নভেল-গন্ধমাদনের যে, প্রেমরূপ বিশল্যাকরণী, তার খোঁজ আমাদের মত—গুণবানের পাওয়া বড় কঠিন। আমার হৃদয়ে বল নাই, গৃহে চা'ল ডালের অভাব, কলমে জোর নাই—তায় আবার রুক্ষ স্বভাব।—আর আমার নায়িকা খেঁদি—

তাঁর নাকের অভাব।—এ হেন অবস্থায় প্রেম বিশল্যাকরণীর খোঁজ কোথায় পাই

আমাদের খেঁদিও সান্ধ্য-সমীরণ প্রফুল্লিত অন্তঃপুরোদ্যানে বসিয়া ক্ষীণ প্রবাহিতা শৈবালদল-মণ্ডিতা চিত্রা নদীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাই ভাবিতেছে। অদূর দিয়া দুই এক দল পাখী আজিকার মত কিচির মিচির করিতে করিতে বাসায় যাইতেছে,—চিত্রার অপর পারের নবদূর্ব্বাদল বিমণ্ডিত ক্ষেত্রে সন্ধ্যা-সতীর ঈষৎ তিমিরাচ্ছন্ন ছায়া পড়িয়া কেমন এক গভীর সুন্দর ভাব ধারণ করিতেছে। খেঁদি আমাদের এক মনে বসিয়া ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে "হায়! আমার আবার প্রেম কেন?—আমি খেঁদি, লোকে আমাকে ঘৃণা করে,—আমি বিশ্রী. আমি কেন তাহাকে ভাল বাসিলাম? আমি আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা হইয়া কেন স্বর্গে যাইবার বাসনা করিতেছি,—কেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা হয়, সে যে রূপে কার্ত্তিকেয়,—গুণে বৃহস্পতি, ধনে কুবের। আমি তাহাকে কোন্ গুণে বশীভূত করিব?"

খেঁদি বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছে,—এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল। চারি দিকে—দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর বাজিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকা উচিৎ নহে,—খেঁদি উঠিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

ধনদাস বাবুর ছোট মেয়ের নাম করালী। করালী দিব্যি সুন্দরী। ফট ফুটে রং, পদ্মের পাতার মত মুখখানি ভাসা ভাসা—পাছা পর্য্যন্ত চুল। খেঁদি বাটীর মধ্যে পৌঁছিবা মাত্র করালী তাহাকে বলিল,—"খেঁদি দীদী কোথা গিয়েছিলি?"

খেঁদি যেন একটু অপ্রতিভ হইল,—অপ্রতিভ কেন হইল,—তা খেঁদিই জানে, এ দিক ও দিক করিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"বাগানে।"

করালী শ্লেষব্যঙ্গ স্বরে বলিল,—'বাগানে কেন, ফুল তুলিতে নাকি?"

খেঁদি। ফুল এখন কি হবে?

করালী। মালা গর্থবে।

খেঁদি। মালা কি কোর্‌বো?

করালী। বঁধুর গলে দিবে?

খেঁদি যেন বড়ই অপ্রতিভ হইল,—বলিল, "দূর, সে কি কথা। ফুল

ভুলে মালা গেঁথে আমোদ করিব, আমার কপালে তাকি আছে? আমি যে বিশ্রী!"

করালী মুখ ঘুরাইয়া নিজে যে বড় সুন্দরী, সেটা জানাইয়া বলিল,—কেন তোমার বর,—রজনী।

আসল কথাটা এই, রজনী মিত্র খেঁদির স্বামী। রজনীর বয়স বেশী নহে, পঁচিশের মধ্যে—রজনী একহারা, সুন্দর—পাশ্চাত্য বাবু, Love এর বড় পক্ষপাতী। খেঁদির দ্বারা সে প্রেম পাওয়া বড় কঠিন। করালী তাঁর চোকে বড় সুন্দর,—তার নাক মুখ চোখ নিয়া কথা বাহির হয়। খেঁদি কিন্তু রজনীর প্রেমে বিভোরা,—সে খাঁদার হৃদয়ে রজনীর মূর্ত্তি প্রতিফলিত।

আজি রজনী শ্বশুর বাড়ি আসিয়াছেন,—অবশ্য খেঁদিকে দেখিতে নহে। করালীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে—তাই দুই ভগ্নীতে এই রূপ কথা হইল।—কথার ভাবে সব বুঝিয়াছেন।

করালী বলিল,—

"খাঁদা দিদী, তোর বর এসেছেন.—তুই দেখাকরেছিস?"

খেঁদির চোখে জল আসিল,—খেঁদি বলিল, বোন্ আর জ্বালাস্ কেন, রজনী কি আমাকে দেখাদেয়। আমি তাঁহার নিকটে গেলে,—তিনি দুর দুর করিয়া তাড়াইয়া দেন। করালী—একটীবার চোখের দেখা দেখিয়া প্রাণ জুড়াইব, তিনি আমাকে সে সুখেও বঞ্চিত করেন,—একটিবার দেখাও দেন না।"

করালী হাসিয়া উঠিল,—বলিল, "তা দেখাদিতে যে ভয় হয়—তোর মুখ দেখ্‌লে অযাত্রা হয়।"

খেঁদি আর কোন কথা কহিল না—নিরবে চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে তথা হইতে চলিয়া গেল।

২য়।

রজনী বাটীর মধ্যে আসিয়াছেন,—পাড়ার মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। আমোদের লহর উঠিয়াছে. রজনীর বাম পার্শ্বে করালী উপবিষ্ট, তাহার চোখের চাহনী, মুখের হাসি, অঙ্গের হাব ভাব—দেখিলে কোন্ পুরুষ

না পাগল হইয়া থাকিতে পারে? রজনীতো নব্যবাবু—পাশ্চাত্য-শিক্ষিত—Love এর দাস।

খেঁদি বাটীর মধ্যে—যেখানে তাঁহার মাতা জামাতার আহারাদির উদ্যোগ করিতেছেন,—খেঁদি সেই স্থানে বসিয়া কত কি ভাবিতেছে,—ভাবিতেছে, কি জন্যই আমি পেয়েছিলাম, স্বামী—নারীজন্মের দেবতা, আমি সে দেবতা সেবায় অধিকারী হইলাম না। একবার দেখিতে ইচ্ছা হইলে,—প্রাণ কাঁদিলেও দেখিতে পাই না। স্বামীর মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল করিব,—কিন্তু স্বামী আমাকে দেখিলে —আমি তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি দূর করিয়া তাড়াইয়া-দেন। প্রাণেশ্বর—হৃদয়-দেবতা! আমি তোমার দাসী,—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, দেখা দিতে কেন চাহনা?—তোমায় না দেখিলে,আমার প্রাণ যে কেমন করে।" খেঁদির চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

বাটীর একজন দাসী একটা কল্কিতে তামাক সাজিয়া আগুণ লইতে তথায় আসিল।—দৈব গতিতে সে জলে পা পিছালিয়া পড়িয়া গেল,—হাত হইতে কল্কি ছুড়িয়া তফাতে গেল। সানের মেঝেয় মাগীর মাথাটায় বড় লাগিল, সে আর্ত্তস্বরে ব্যথা জানাইতে লাগিল। খেঁদির মাতা বলিলেন,—"খেঁদি, তুই কল্কিটা ঐঘরে দিয়ে আয় না, জামাই তামাক খাবে,—ঝির বড় লেগেছে, তুই দিয়ে আয়"

খেঁদির হৃদয় উৎফুল্ল হইল,—কল্কি দিতে দিতে গিয়া তবুতো নাথের শ্রীচরণ দেখিতে পাইব! প্রাণেশ্বর,—রজনী; তোমার চরণ দর্শন যে আমার পক্ষে দুর্লভ।

খেঁদি কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে যে ঘরে বাসর করিয়া রজনী বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল,—খেঁদির আকণ্ঠ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন। খেঁদি গৃহে যাইবা মাত্র—করালীর হৃদয়ে যেন, শত বৃশ্চিক দংশন করিল। সে রজনীকে কহিল,—"রজনী, ভাই আমি চ'ল্লেম, আমি তোমার কাছে থাক্‌লে আবার খেঁদি রাগ করে।" রজনী চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল,—"কেন তুমি যাবে?" বলিতে বলিতে তাঁহার শরীরে যেন ক্রোধ পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। গুরুগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—দুশ্চারিণী পাপিয়সী খেঁদি! তুই এখানে কেন মরিতে এলি? এখনই এখান হইতে বের হ।"

খেঁদি আর একটি মেয়ের হাতে কল্সি দিয়া প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে খেঁদি চোকের জল মুছিয়া মনে মনে বলিল,—"প্রাণেশ্বর! আমায় কেন তোমার পায়ের জুতা দিয়া মারিলে না,—নাথ, হৃদয়-দেবতা; কেন আমাকে দুশ্চারিণী বলিলে,—আমি হতভাগিনী—আমাকে তাই বলাই উচিৎ ছিল। আমি যাহাতে কষ্ট পাই—তাকি বলা তোমার উচিৎ নাথ! দাসীর আর কে আছে।

৬ষ্ঠ।

রজনী গম্ভীর। বোধহয় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, প্রকৃতি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই সময় দুইটি লোক গাঙ্গের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল,—একটি স্ত্রী, আর একটী পুরুষ, স্ত্রী করালী, পুরুষ রজনী।

ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধাছিল,—তাঁহারা দুইজনে তাহাতে আরোহণ করিলেন, অমনি চারিজন মাঝি,—বুঝি তাহারা কোথায় লুক্কাইত ভাবে ছিল, আসিয়া নৌকায় চাপিল, এবং নৌকা খুলিয়া দিয়া বাহিতে লাগিল ... সন্ সন শব্দে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

পরদিন প্রভাতে ধনদাস বসুর বাটীতে মহা হুলস্থুল ব্যাপার,—তাঁহার ছোট কন্যা করালী আর তাহার বড় জামাতা বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! জাতি কুলের নিন্দা ভয়—ধনদাসের পরিবারবর্গ হাহাকার করিতেছে। পাড়ার কতলোক আসিয়া জুটিয়াছে,—তাহারা প্রায় সকলেই রজনীকে শত শত চীৎকার দিয়া নিন্দা করিতেছে।

স্বামী পায়ে রাখেন না, দেখিতে পারেন না,—তবুও যে স্বামী,—স্বামী যে, স্ত্রীলোকের দেবতা; গুরু! গুরু নিন্দা যে শুনিতে নাই। খেঁদি মনে মনে এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে ঘরের মধ্যে গমন করিল,—বিছানায় শুইয়া অশ্রমিত নিশ্বাসে এলোচুলে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল,—"প্রাণেশ্বর! আমাকে ফেলিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমি বিন্দু মাত্রও দুঃখ করিতেছিনা, কেন না, তোমার

যাহাতে সুখ, আমার ও তাহাতেই সন্তোষ,—কিন্তু নাথ, লোকে যে, তোমাকে বড় নিন্দা করিতেছে, তোমার নিন্দা যে আমার সহ্য হয় না।"

৪র্থ।

রজনী কবালীকে লইয়া যশোহরের নিকট নন্দনপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাসা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।—রজনী নেটিভ ডাক্তার, সুতরাং ডাক্তারি করিয়া তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ বেশ চলিতে লাগিল।

ছয়মাস উত্তীর্ণ হইয়াছে,—তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। রজনীর ক্ষুদ্র খোড়ো বাসা। চারিদিকে চাটাইয়ের বেড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি ঘর। এক খানির এক মুখ দক্ষিনদিকে, এক মুখ উত্তর দিকে,—দক্ষিনের মুখ খুলিয়া দিলে বৈঠকখানা হয়, উত্তরের মুখ খুলিয়া দিলে ঠাকুরাণীর বিলাস গৃহ হয়। সে ঘরের মধ্যে একটি গ্লাসকেশ আলমারি,—তার ভিতর কতকগুলি শিশি; আলমারির সম্মুখে একখানি ছোট টেবিল। পশ্চিমের পাশে অনুচ্চ পাকুড় কাঠের তক্তপোষ,—তক্তপোষের উপর একটা মাদুর, মাদুরের উপর সতরঞ্চ, সতরঞ্চের উপর চাদর। উত্তরের ঘর খানিতে রন্ধনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়,—দিবাভাগে করালী সেখানে থাকে।

আষাঢ় মাসের,—বিকাল বেলা। এই মাত্র একপসলা জল হইয়া গিয়াছে, মেঘের পর অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্য-কিরণ কেমন এক মধুর ভাবে দেখা দিয়াছে, আকাশে মানব-মানস মোহন ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে।—এই মধুর সময়ে দক্ষিণদিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বৈঠকখানায় রজনীও করালী উপবিষ্ট,—বন্যা বাহুল্য বহুবিধ আমোদ জনক গল্প উঠিতেছে,—এমন সময় একজন কে আসিয়া দক্ষিণের দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল,—"ডাক্তার বাবু বাড়ি আছেন।

অন্যলোক হইলে, অমন সময়ে কেহ বাহির হইতে ডাকিলে, উত্তর না দিতেও পারেন, কিন্তু হয় ত রোগির বাড়ি হ'তে ডাক আসিয়াছে ভাবিয়া ডাক্তারগণ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারে না,—অন্ততঃ রজনী পারিলেন না,—উত্তরে বলিলেন, "কে ডাকিতেছ গা?"

আঘাতকারী কহিল,—"আজ্ঞে, আমার নাম সতীশচন্দ্র রায়, এই পাশের গ্রামে আমার বাড়ি, আমার একটী ভগিনীর বড় ব্যারাম, আপনাকে যাইতে হইবে।"

ডাক আসিয়াছে,—আর স্থির থাকিবার যোনাই। রজনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, সতীশ গৃহ প্রবেশ করিল।

সতীশের প্রবেশের আগেই করালী উত্তর দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—কিন্তু দরজাটি খোলাইছিল,—সতীশ গৃহে প্রবেশ করিয়াই বাটীর ভিতরে চাহিয়া দেখিল, দিব্যি সুন্দরী যুবতী, তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। করালী ও দেখিল উত্তম সুপুরুষ,—তাহার মন টলিল,—যে একবার রূপে ভুলিয়া, বাপ মায়ের মায়া কাটাইতে পারে, জাতি মানে জলাঞ্জলি দিতে পারে—ধর্ম্ম-বতণে পদ-দলিত করিতে পারে,—সে আবার আর একজনের রূপে কেন না ভুলিবে। তাহার মন বিচলিত হইল,—সতীশ করালীকে দেখিবে ভয়ে রজনী দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সতীশকে রোগীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তদুপযুক্ত ঔষধাদি লইয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

করালী একা—একা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, লোকটা কে? বেশ সুন্দর; রজনীর চেয়ে কি?—না, তবে এর দিব্যি মুখ খানি, যেন হাসিতে মাখান। আর একবার কি সে মুখখানি দেখিতে পাইব না। কিন্তু দেখিয়া কি করিব,—প্রাণান্তেও রজনীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইতে পারিব না,—কিন্তু অবিশ্বাস আর এতে কি হয়? অবিশ্বাস এক আর এ এক!

করালীর মন বিচলিত হইল,—দুচা'র দিন গতে সুবিধা হইল—কেমন করিয়া কি দিয়ে কোন উপায়ে সুবিধা জুটিয়া গেল—ততটা না জানিলে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, সুতরাং তাহা আর বলিলাম না। মোট কথা—করালী নূতনে মজিল, সতীশের সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় হইল।

রজনী একদিন স্থানান্তরে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, বাসায় করালীও সতীশ গুপ্তামোদে প্রমত্ত,—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছে। সে দিন রজনীর বাসায় ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না, কার্য্য গতিকে রজনী আসিলেন,—দ্বার-জায় দাঁড়াইয়া ঝিকে ডাকিলেন,—উত্তর নাই। করালীকে ডাকদিলেন, কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না,—ডাকের উপর ডাক দিলেন, কিন্তু কেহই

তাঁহার কথার প্রতি উত্তর করিল না,—তখন রজনী অতিশয় বিস্মৃত হইলেন, চাটাইয়ের বেড়া ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—তিনি প্রবেশ করিবামাত্র সভাশ ছুটিয়া দৌড় মারিল। রজনী সভাশকে ঠিক চিনতে পারিলেন না।—তবে কে একজন পুরুষ যেন চলিয়া গেল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। করালীকে সেখানে ডাকিলেন,—রজনীর চক্ষু বিঘূর্ণিত, মস্তকের চুলরাশি উত্থিত, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত,—ডাকিলেন, "করালি।"

করালী বেতসাবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল,— কেন?"

রজনী। করালী,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি আমার কে?—কি জন্য তোমাকে এত ভাল বাসিয়াছি!

করালী। এমন কেহই নহি। তোমার স্ত্রীর ভগ্নী আমার রূপ আছে, তাই দেখে ভাল বাসিয়াছ।

রজনী।—রূপে ভাল বাসি নাই—গুণে!

এমন সময় অদূরে বাঁশ বাগানের মধ্য হইতে একদল শৃগাল ডাকিয়া উঠিল,—তাহারা যেন "হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া" করিয়া রজনীকে ব্যঙ্গ করিল। তাহারা যেন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "রজনী! রূপ দেখিয়া ভালবাস নাই,—গুণে আকৃষ্ট হইয়াছ? তোমার মত কয় জন যুবক গুণে আকৃষ্ট হয়,—যৌবনকাল ভোগ তৃষ্ণার বিষ-ভূমি! যদি গুণ বুঝিতে, তবে খেঁদির সে অতি পবিত্র প্রেম,—যাহা অব্যক্ত অথচ কথায় কথায় নিশ্বাসে নিশ্বাসে স্ফুটিত—সে প্রেম ফেলিয়া এ পঙ্কে মজিতে না।

করালীও তাহাই বলিল,— গুণ আমার কিছুই নাই, রূপে ভাল বাসিয়াছ।"

রজনী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিল,—শেষ বলিল,"ও কে বাহির হ'য়ে গেল?"

করালী। কেহ নহে।

রজনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। হাতে একগাছা মোটা পিচের লাঠী ছিল, করালীর মস্তকে বিষম প্রহার করিল,—এক আঘাতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—প্রবল বেগে রক্তধারা বহিতে লাগিল,—বাতাহত লতিকার ন্যায় করালী গতজীবন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

রজনী তখনই সে বাড়ি হইতে বাহির হইল।

৫ম।

রজনী বাটী হইতে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না,—পথে একজন পুলীশ তাঁহাকে দেখিল,—সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা, কেমন একরূপ উগ্রভাব—সেরূপ দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। সে, তখনই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।

পর দিন সকালেই সকল কথা প্রচার হইয়া পড়িল। আর সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন হইল না—স্বয়ং রজনীই খুন স্বীকার করিল,—রজনী যশোহরে প্রেরিত হইল।

সেখানে গিয়া রজনী শ্বশুরের কাছে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া শ্বশুর ক্রোধে বেগুণে জ্বলিয়া গেলেন,—রজনী,—কন্যাপহারী রজনীর মুখ দেখিতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি আর যশোহরে জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না।

খেঁদি শুনিল,—তাহার স্বামী, হৃদয়েশ্বর—নারী জন্মের দেবতা রজনী কবালীকে হত্যা করিয়া ফাঁসি যাইতেছে। সম্বাদটা শ্রবণে তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল,—সে ঘরের ভিতরে খিল দিয়া, মাটিতে পড়িয়া অশান্ত নিশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল,—"প্রাণেশ্বর! আজি একি সম্বাদ শুনি, তুমি আমার নাকি ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে? নাথ প্রাণেশ্বর—আর কি দেখা পাইব না? এত দিনও যে আশাছিল—কখনও না কখনও আর একবার দেখিতে পাইব,—আমার সে আশায় যে, ছাই পড়িল,—প্রিয়তম তুমি আমার কোথায়? একবার এস, জন্মের শোধ তোমায় দেখিয়া লই।"

অনেক কান্না কাটির পর খেঁদি উঠিয়া বসিল,—তখন তাহার চোকে জল নাই, মুখে বিষাদের চিহ্ন নাই,—মাত্র বড় গম্ভীর—বড় স্থির। সে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল.—শেষ গৃহভিত্তিতে একখানি কৃপাণ লম্বিত ছিল, তাহা খুলিয়া লইল,—এবং সজোরে দৃঢ় মুষ্টিতে বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিল। হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করিয়া তীব্র বেগে রক্তধারা ছুটিল,—খেঁদি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল,—মাটিতে পড়িয়া ছট ফট করিতে করিতে ভাঙ্গাস্বরে বলিল—প্রাণেশ্বর! দাঁড়াও—একা যেওনা, তোমার দাসী, তোমার

অঙ্গিনী হইতেছে, জগদীশ্বর! এবার আবার যেন আমায় এমন বিশ্রী কোর না,—নাথ আমায় যেন গ্রহণ করেন।" আর কথা বাহির হইল না।

আহারের সময় হইলে, দাসী খেঁদিকে ডাকিতে আসিল, দরজা বন্ধ—বাহির হইতে দরজায় ঘা দিয়া অনেক ডাকিল, উত্তর পাইল না। শেষ তাহার মাতা আসিয়া ডাকিলেন,—সাড়া শব্দ পাইলেন না। ঘুমাইয়া আছে; এ বিশ্বাসও ক্রমে লোপ হইল, তখন—কামার ডাকিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া সকলে গৃহ মধ্যে গিয়া দেখে,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খেঁদি আর ইহসংসারে নাই,—তাহার মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে,—বালক-নখরবিচ্ছিন্ন-নলিনী মাটিতে পড়িয়া শুকাইতেছে। মহা গোলযোগ বাধিয়া গেল,—কান্নাকাটির শব শ্মশানে খেঁদির দেহ সৎকার জন্য প্রেরিত হইল।

রজনীরও যশোহরে আদালতের বিচারে ফাঁসি হইয়া গিয়াছিল।

উইল-মঠ।

১ম।

প্রতাপপুরে হরিপদ নামক একটি ত্রয়োবিংশ বয়স্ক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার কেহই নাই,—এক মাত্র স্ত্রী। স্ত্রী যুবতী—নাম বসন্ত। বসন্ত অনিন্দ্য সুন্দরী,—স্বামি-ভক্তির আদর্শ। হরিপদর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কোন রকমে পায়চারী করিয়া তাঁহার দিন গুজরান চলিত।

বঙ্গদেশের কালস্বরূপ সাতাত্তরের মন্বন্তর উপস্থিত,—অন্নাভাবে চারিদিকে হাহাকার। গাছের পাতা,বনের কচ খাইয়া গরীবের প্রাণ রক্ষা। ধনী গণের তত অভাব আর কিসের। হরিপদ কিন্তু যায়,—দিন আর চলে না। দুই তিনদিন উপবাস গিয়াছে।

সন্ধ্যার পর স্ত্রীপুরুষে গৃহমধ্যে বসিয়া,—হরিপদ বলিল, "বসন্ত!"

বসন্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কেন প্রিয়তম?"

হরিপদ। এমন করিয়া আর কত দিন কাটাইব? না খেয়ে কেমন করিয়া বাঁচিব বসন্তের চখে জল আসিল,—সে কোন উত্তর করিতে পারিল না। কি উত্তর করিবে?

হরিপদ কহিলেন,—"বসন্ত! কেঁদনা, আমি একটা উপায় স্থির কোরেছি, চল এখান হতে কোন দেশে চলিয়া যাই,—এখানে থেকে নাখেতে পেয়ে আর কেমন করিয়া চলে। অন্যদেশে গিয়া তবু একটা উপায় দেখা যাইবে।"

বসন্ত তাহাতে স্বীকৃতা হইল। পর দিন খুব প্রত্যুষে স্বামী স্ত্রী উঠিয়া বাটীর বাহির হইলেন,—এবং দ্রুত পদে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।—বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল,—সূর্য্যকিরণে পৃথিবী তাঁহা তাঁহা করিতেছে,—বসন্ত আর চলিতে পারেনা। কোমল পা দু'খানিতে বড় ব্যথা হইয়াছে,—তাহাতে আবার দ্বিপ্রহরের খর দিবাকর-করে শরীর

জ্বলিতেছে—মস্তক পুড়িতেছে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিতেছে। বসন্তের সেই সুগাকণ কষ্ট দেখিয়া হরিপদর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল,—তাঁহারা দুই জনে একটা অশ্বত্থ তরু-তলে গিয়া উপবেশন করিলেন।

একটি বৃদ্ধ এক খানি ছইঘেরা গাড়িতে করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, অত্যন্ত রৌদ্র,—একটু বিশ্রাম জন্য তাঁহার গাড়ীও আসিয়া সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ গাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইলেন,—যুবক যুবতীকে গাছতলে উপবেশন করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল.—বুঝি এই যুবক এই যুবতীকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে।—তিনি তাহাদিগের, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিপদর কাতরোক্তি আর প্রাণের অন্তস্তল নিহিত বাক্য রাশি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি সে দম্পতি যুগলকে লইয়া পার্শ্বস্থ গ্রামে নিজ বাটী গমন করিলেন।

বৃদ্ধের স্ত্রী আর একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহই ছিল না। গৃহিনী বৃদ্ধা, দুইটা রান্না অভাবে আহারাদির বড় কষ্ট হয়,—ব্রাহ্মণ সেজন্য বসন্তকে স্বজাতীয় জানিয়া রাখিবার জন্য বড় আগ্রহ করিলেন। হরিপদকে কহিলেন "বাপ! স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কোথায় বেড়াইবে,—আমি তোমার স্ত্রীকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিব, কন্যার ন্যায় স্নেহ করিব—অতএব উহাকে এই স্থানে রাখিয়া তুমি একটু চাকুরির চেষ্টা করিয়া আইস,—ঠিক হইলে, স্ত্রীকে লইয়া যাইও।"

হরিপদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকৃত হইলেন,—অগত্যা উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, হৃদয়ের যে হৃদয়, প্রাণের যে প্রাণ, তাহাকে পর-হস্তে অর্পণ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। বিদায় কালীন সে দম্পতি যুগলের ভাবভঙ্গি অবলোকন করিলে পাষাণ প্রাণও দ্রবীভূত হয়।

হরিপদ চলিয়া গেলেন,—বসন্ত ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া পোড়া পেট পরিপূরণ করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন গেল,—ক্রমে দুই মাস উত্তীর্ণ হইল, বসন্ত তবু হরিপদর কোন সন্ধান পাইল না। সমস্ত দিনের পর যখন বিকালের রৌদ্র পড়িয়া যায়,—হরিপদর আসিবার আশাও তখন বসন্তের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়,—চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যায়।

গঙ্গাস্নান উপস্থিত,—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের বাড়ি হইতে গঙ্গা অধিক দূরে নহে—সন্ধ্যার সময় আবার তাঁহারা গৃহে ফিরিবেন। বাড়িতে বসন্ত ও বৃদ্ধের অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমন্ত থাকিল।

বেলা দ্বিপ্রহর,—শ্রীমন্তকে আহারাদি করাইয়া, নিজেও খাইয়া বসন্ত অন্য এক গৃহে কার্য করিতেছে,—শ্রীমন্ত বসন্তের নিকট যাইয়া এদিক ও দিক করিয়া বলিল,—"বসন্ত!—হরিপদর তো আর কোন খবরই নাই, আমার কথা রাখ,—আমাকে ভালবাসা দাও—আমি তোমাকে সুখে রাখিব।"

কচি কলার পাতে আগুণের সেক দিলে যেমন হয়,—বসন্তও তদ্রূপ হইল। সে কম্পিত দেহে—দশ হাত দূরে সরিয়া গিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "শ্রীমন্ত! আমাকে জ্বালাইওনা,—এহৃদয়ে বড় আগুণ।"

শ্রীমন্ত হাসিয়া বলিল,—"আমার বুকে অনেক জল জমিয়া আছে, আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত হও,—জলে আগুণ নিবিয়া যাইবে।"

বসন্ত আর কোন কথা কহিল না,—কিন্তু তাহার নয়ন কোন হইতে যে অনলরাশি নির্গত হইতে লাগিল,—তাহার জীবন্ত জ্যোতিঃ দেখিয়া পাপাত্মার প্রাণ বিচলিত হইল,—তবু সে পাপ আশা ছাড়িলনা। বলিল,—"সহজে স্বীকৃত হও ভালই নচেৎ বল প্রকাশ করিব।" বসন্ত ভাবিল,—যদি বল প্রকাশ করে, কে আমাকে এখন রক্ষা করিবে? বরং এখন স্বীকৃত হই, তারপর ব্রাহ্মণ বাড়ি আসুন, তাঁহাকে বলি তিনি কি করেন দেখি। এই রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া বসন্ত কহিল,—"শ্রীমন্ত! আমার কিছু আপত্য নাই,—তোমার মনস্কামনার জন্য প্রথমে অস্বীকার করিয়া ছিলাম। তবে বিশেষ কারণ বশতঃ দুই দিন আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।"

শ্রীমন্ত সম্মত ও আনন্দিত হইল,—মনে মনে ভাবিল, আমার মত সুন্দর ও সুরসিক পুরুষ দেখিয়া ভুলে না, জগতে এমন লোক বোধ হয় নাই। —সে চলিয়া গেল।

২য়।

শ্রীমন্ত চলিয়া গেলে বসন্ত ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শয়ন করিল,—আপাদ মস্তক একটা মোটা চাদ্দর দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল। শয়ন করিয়া চিন্তি[illegible]

কাঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল,—প্রাণেশ্বর! হরিপদ,—তুমি এ সময় কোথায়? আমার সকলেরসার সতীত্ব ধন যে যায় নাথ,—এর পর এলে আর কোন্ মুখে তোমার সহিত সাক্ষাত করিব? ভগবন্! দয়াময়! দরিদ্র-বান্ধব,—আমার কপালে একি করিলে?

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাড়ি আগমন করিলেন। বসন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কথা তাঁহাদিগের সাক্ষাতে বলিয়া দিল।—কিন্তু তাঁহারা বসন্তের প্রাণের জ্বালা বুঝিলেন না।—তাঁহারা হাঁসিয়াই বসন্তের কথা উড়াইয়া দিলেন।

গতিক বুঝিয়া বসন্ত মনে মনে স্থির করিল, পলায়ন। পলায়ন ভিন্ন অন্যান্তর নাই। রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলকে খাওয়াদি করাইল,—কিন্তু নিজে কিছুই খাইলনা। একবার ব্রাহ্মণী না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বসন্ত তাহাতে উত্তর করিল, বড় অসুখ—কিছু খাইবনা।" ক্রমে সকলে শয়ন করিলেন,—ও নিদ্রাগত হইলেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পর বসন্ত ব্রাহ্মণের বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে দাঁড়াইয়া যুক্ত-করে উর্দ্ধমুখে গদ গদ স্বরে কহিল,—"ভগবান! অনাথ নাথ,—আমার সতীত্বের রক্ষা করিও, তোমাভিন্ন অভাগীর আর কেহ সহায় নাই। যিনি আমার সর্ব্বস্ব—আমি যাঁহার দাসী, কপাল গুণে কত দিন—কত দীর্ঘ দিন তাঁহার দর্শন পাই নাই।"

বসন্ত দ্রুতপদে গ্রামের বাহির হইয়া পড়িয়া অবিশ্রান্ত গতিতে প্রান্তর দিয়া গমন করিতে লাগিল। হৃদয়ে ভয়—কম্পিত পদে, স্খলিত গতিতে প্রান্তর দিয়া একাকিনী অভাগিনী বসন্ত চলিয়া যাইতে লাগিল।

বসন্তকালের শুক্লাষ্টমী। আকাশ নির্ম্মল—অদ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না থাকিত; কিন্তু সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতেই গুঁড়ুনি গুঁড়ুনে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল,—চৈত্র মাসের আকাশের মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই সৌদামিনী হাসে,—চিকুর ঝন্ ঝনার শব্দ হয়। মেঘান্ধকার পথ দিয়া বসন্ত যাইতেছিল,—সে মাঠের স্থানে স্থানে এক একটা পুরাতন অশ্বত্থ গাছ, অনেক দূরে দূরে দুই একটা অজানা গাছ। তা ছাড়া সে মাঠে অপর কোন তৃণ লতা জন্মে না,চাষের

সময় চায় হয়। বসন্ত যখন বাটীর বাহির হইয়াছে, তখন হইতে অল্প অল্প জল হইতেছিল,—এখন ক্রমশই বৃষ্টি বাড়িয়া উঠিল,—ক্রমশই অন্ধকার বাড়িয়া উঠিল, পথ আর দেখা যায় না—ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত! বসন্ত আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না।—অদূরে একটা প্রাচীন অশ্বত্থতরুতলে গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে বড় একটা জল পড়ে না,—কেবল গাছের স্বল্প বিন্যস্তপাতার রাশি হইতে যে জল পড়িতেছে। বসন্ত গাছের শিকড়ের উপর বসিল,—সেখানে বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। বৃষ্টি আর থামে না। মুষলধারে বৃষ্টি! ঝড়ের দমকা আর বৃষ্টিপাতের শব্দ ভিন্ন আর কোন সাড়া নাই—শব্দ নাই।

জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং প্রকৃতিকে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ঝড় জল ক্রমে থামিয়া পড়িল,—দুঃখের সময়ের হাসির ন্যায় তখনও বিদ্যুৎ এক একবার চিড়িক্‌দিতে লাগিল। বসন্তের চাঁদ ধীরে ধীরে গগনগায়ে উদিত হইলেন।

রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন বসন্ত এক নদী তীর দিয়া চলিতেছিল,—নদীর কিনারে শ্মশান। শ্মশানে বসিয়া এক যোগী মুদ্রিত নেত্রে তপস্যায় নিরত। বসন্তের পদ শব্দে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল,—তিনি আঁখি উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিলেন এক যুবতী রমণী। যোগী বসন্তের পরিচয় লইয়া তাহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন,—এবং অদূর স্থিত স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন।

৩য়।

সে মঠে কালিকাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত,—চারি পাশে বন,—বনমাঝারে অনেকগুলি সন্ন্যাসীর বাস,—বসন্ত মঠাধিকারী সন্ন্যাসীর স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন,—কিন্তু বসন্তের কপাল দোষে যোগী ব্যাধি বর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন—তিনি জরাগ্রস্থ হইয়া রুগ্ন শয্যায় শায়িত হইলেন। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। তখন মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া যোগী তাঁহার অধিকৃত মঠ বসন্তের নামে উইল করিয়া দিলেন,—এবং স্বর্ণাক্ষরে মঠের

চূড়ায় লিখাইয়া দিলেন,—"উইল-মঠ"—ইহা বসন্তের নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

সন্ধ্যার সময় বসন্তকে নিকটে ডাকিয়া যোগী বলিলেন, "মা! কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, আর বাঁচিব না। আমি মরিলে আমার এই অধিকৃত মঠে বাস করিও, আর এই মঠের উত্তর কোণে খুঁড়িয়া যাহা পাইবে, তাহা তুমি নিজে ভোগ করিও, উহা দেব-সম্পত্তি নহে—আমার নিজের।"

এই ঘটনার দুই চারি দিন পরে বৃদ্ধের স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ কোথায় উড়িয়া গেল। বসন্ত তাঁহার যথাবিহিত সৎকারাদি করিয়া দিন দুই বড় কান্নাকাটি করিল। শেষ মহাসমারোহে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বসন্তের স্মরণ হইল যে, গৃহের উত্তর কোনে যাহা আছে, বৃদ্ধ তাহা আমাকে লইতে বলিয়াছেন,—দেখা যাউক তাহাতে কি আছে। বসন্তের একটি বিশ্বাসিনী পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম মোক্ষদা; তিনি তাহাকে হাবি বলিয়া ডাকিতেন,—তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাবি, আমার সঙ্গে আয় ত।" হাবি তাঁহার সঙ্গে গেল,—বসন্তের নির্দেশ অনুসারে শাবল দিয়া মর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর পদ্মকাটা মেঝ্যে খুঁড়িয়া ... বসন্ত দেখিলেন, সারি সারি পঞ্চাশটি ঘড়া,—মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, সকলগুলিই স্বর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। বসন্ত তখন বিমর্ষভাবে এত অর্থ লইয়া কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বসন্ত আবার স্বামীর সন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না।—বসন্ত দিন দিন স্বামীর জন্য অবসন্ন হইয়া পুড়িতে লাগিলেন। বসন্ত ভাল দ্রব্য আহার করে না—মাটীতে শয়ন করে, আর দিবানিশি হা পতি যো পতি করিয়া কাঁদে।

৪র্থ।

এ দিকে হরিপদ বৃদ্ধের বাটী হইতে বাহির হইয়া ঢাকায় গমন করিলেন, সেখানে গিয়া দশটাকা বেতনে একটা কাজ পাইলেন। মাস দুই কাজ

হরিপদ কিছু সংস্থান করত বসন্তকে আনিতে শ্বশুরের বাড়ী গেলেন, সেখানে গিয়া সকলই শুনিতে পাইলেন,—হরিপদ বড় আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, বুঝি এতদিনে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন,—কিন্তু তাঁহার সকল আগ্রহ বিফল হইল। তাঁহার জীবনে যত বিপৎপাত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই ভীষণতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হরিপদ পথে পথে বসন্তের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও আর সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে আপনার দেশে গমন করিলেন, তথায়ও সন্ধান নাই। তথা হইতে হরিপদ ভিক্ষাবলম্বনে নানা দেশে বসন্তের সন্ধান করিতে লাগিলেন। দিবানিশিই হুতাশ ক্রন্দনে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

৫ম।

আজ প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল, হরিপদর কোন সম্বাদই বসন্ত পান না। বসন্তের বয়স এখন প্রায় ত্রিবিংশ বৎসর। যৌবনের মধুময় লাবণ্য, পূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহের সর্ব্ব স্থানে যেন উছলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি হইবে সে দিকে যে, বসন্তের লক্ষ্য নাই। এই মধুর যৌবনে বসন্ত এক বিরাগ অবস্থানেই জীবনাতিবাহিত করিতেছেন।

বসন্ত ভাবিলেন—এত ধন রাশি পাইলাম, মাটীর টাকা মাটিতেই কেন পড়িয়া থাকে, দরিদ্র দুঃখে দান করি। বসন্ত দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের গৃহিণী, দারিদ্র্য বিষে জর্জ্জরিত—দারিদ্র্য জ্বালা যে কি, সে তাহা বেশ বুঝিত, সুতরাং দরিদ্রের কষ্ট নিবারণ জন্য তিনি দেবী-মন্দিরে—উইল-মঠের সম্মুখে নিত্য নিত্য অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দানের শব্দ চারিদিকে পড়িয়া গেল,—উইল-মঠের দান গ্রহণ জন্য দেশ দেশান্তর হইতে দীন দুঃখী আসিয়া দান লইয়া যাইতে লাগিল।

বসন্ত প্রত্যহ উইল মঠে কালিকাদেবীর পূজা করিতে যাইতেন, বাসভবনে প্রত্যাগমন কালে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইত। এক দিন বসন্ত পূজা করিয়া আপন শিবিকায় আরোহণ করিতেছেন, দ্বারী ব্রাহ্মণ ও অপরাপর দীন দুঃখী গণকে ধন দান করিতেছে,—লক্ষ্মী-নাম্নী দাসী বসন্তের পার্শ্বে,

শুশ্রূষা,—এমত সময়ে বসন্ত সহসা চমকিয়া উঠিলেন, যেন জ্ঞান শূন্য হইবার উপক্রম হইল। লক্ষ্মী বলিল,—"কি মা? অমন কর কেন মা?" সহসা লক্ষ্মীর হস্ত বসন্তের গায়ে পতিত হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ হইল। বলিলেন,—"না কিছুই নহে। দেখ্ লক্ষ্মি! ঐ লোকটিকে আমার বাস-ভবনে নিয়ে যা।" লক্ষ্মী বিস্ময় সহকারে কহিল,—"কোন্ লোকটি মা? ঐ, দ্বারী যার হাতে টাকা দিতেছে?" বসন্ত মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "হুঁ" লক্ষ্মী বলিল, "মা, ও কে মা?" বসন্তের বদনে লজ্জাসূচক চিহ্ন প্রতিভাত হইল, অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "তুই যা না।"

লক্ষ্মীর চক্ষুতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। সে বলিল"—মা আমি ছুটে যাই, আমি কি করি মা। আমি যে আহ্লাদে ম'রে গেলাম।" বসন্তের দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, বলিলেন—"তাড়াতাড়ি করিস্ নে, এখন কিছু বলিস্ নে।" লক্ষ্মী ছুটিয়া গেল। দ্বারবান শিবিকার পার্শ্বে ছিল, সে আর কোন কথা না কহিয়া, আহ্লাদে আপন শ্মশ্রু শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। এতক্ষণে বসন্ত ভাবিল যে, হরিপদ জীবিত আছেন,—এতক্ষণে তাঁহার শুষ্ক দেহ-তরুতে যেন নব-রসের সঞ্চার হইল। বসন্ত নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ তাঁহার প্রাণাধিক হরিপদর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, শিবিকারোহণে বসন্ত বাস ভবনে গমন করিলেন।

অতঃপর আর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। বসন্ত স্বামীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন—অতুল বিভবের অধিকারী হইয়া তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে সেই স্থানেই বসতি করিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে সে বন নগর হইয়া গেল,—অনেক প্রজা আসিয়া সেখানে বসতি করিল। রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয়, ঔষধালয় সকলই হইল,—তাঁহারা গ্রামের নাম করণ করিলেন "উইল-মঠ।" উইল-মঠ এখন যশোহর জেলায় পড়িয়াছে। এখন আবার যে বন সেই বনই হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে মন্দির আজিও ভগ্নাবস্থায় আছে। তাহার শিখর দেশে আজিও সেই বৃদ্ধের হস্ত রচিত "উইল-মঠ" কথাটি খোদিত রহিয়াছে। তবে অক্ষর কয়টি কিছু অস্পষ্ট—কিছু ভঙ্গপ্রবণ।

শিবের বিয়ে।

১ম

শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, নিবাস মকীমপুর, জাতি ব্রাহ্মণ—পেশা কন্যাবিক্রয়।

নবীনের চারিটি কন্যা,—তিনটির বিবাহ হইয়াছে, তাহাতে তিনি প্রায় তিন সহস্র টাকা পাইয়াছেন,—হাতে এখন ছোট মেয়ে। ছোট মেয়ের বয়স এখন প্রায় চৌদ্দ পোনর—খুব সুন্দরী, নাম অপরাজিতা। গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয়ে অপরাজিতা অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠ পরিসমাপ্তি করিয়াছে।

মেয়ের বয়স চৌদ্দ পনর হইয়াছে,—নবীনবাবু তবু মেয়ের বিবাহ দিতেছেন না, এজন্য পাড়ার মেয়েরা একটু আধটু টীপাটীপি করে। সেজন্য নবীন রায়ের যিনি কর্ত্রী তিনি একটু দুঃখিত,—কর্ত্তাকে কহিলেন,—"মেয়ের বিয়ে না দিয়ে আর কতদিন রাখিবে।"

চোখ মুখ ঘুরাইয়া কর্ত্তা কহিলেন,—"সে সকল কথায় মেয়ে মানুষের দরকার কি?"

গৃহিণী। লোক যে নিন্দা করে।

স্ত্রীপুরুষে কথা হইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কে একজন ডাকিল, "রায় মশাই বাড়ী আছেন?"

রায় মহাশয় বাহির হইলেন,—ছোট একখানি ঘর বৈঠকখানার কাজ করিত, রায় মহাশয় ও আগন্তুক সেই স্থানে গিয়া উপবেশ করিলেন। রায় মহাশয় আগন্তুককে অপরিচিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

আগন্তুক। নিবাস, কেনারাম পুর।

রায়। কি মনে ক'রে আসা হ'য়েছে?

আগ। আপনার একটী কন্যা আছে, বিবাহ দেবেন? আমি ঘটক।

রায়। হাঁ, বিবাহ দিব বৈকি, পণে বনিলেই দিব।

ঘটক। আমাদের ছেলে ভাল,—এণ্ট্রেন্স স্কুলে ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়িতেছে, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ———

রায়। সে কথা আমি এখন কিছুই শুনিতে চাইনে,—আগে পণের দাব্যস্ত করুণ।

ঘটক। কত পণ লইবেন?

রায়। শ্রীপুরের হালদারেরা বার শ টাকা ব'লে গিয়েছে।

ঘটক। রাম! রাম! শ্রীপুরের হালদারেরা কি আর বামুন,—ওদের পরিচয় কি জানেন না? বসন্ত বাটীর চক্রবর্ত্তীদের সহিত ওদের পাল্টী কাজ, তাঁরা শূদ্র যাজক। শূদ্র শূদ্র আবার বিশেষ শূদ্র—নাপিত বারুই কুমর প্রভৃতি। জানেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে শূদ্র যাজক ব্রহ্মণে, দ্বিজ জাতির পিতৃ শ্রাদ্ধাদি দর্শন করিলে তাহা পতিত হয়।

রায়।—মশাই, ও কথা শুনিতে চাই না, আপনি কত পণ দিতে পারেন, তাই বলুন।

ঘটক। আপনি কত চান—বলুন।

রায়। আমি দেড় হাজার টাকার কমে দিবনা।

ঘটক একটু হাসিলেন,—হাসিয়া বলিলেন, দেড় হাজার টাকা মেয়ের পণ! এজে কখনও দেখি নাই, তবে শুনেছি হাজার টাকা পর্য্যন্ত হ'য়েছে।

রায়। মশাই—শুধু বল্লেতো হয় না। মালদেখে দর,—মালদেখুন, পসন্দ নাহয় নেবেন না।

ঘটক। রাম! রাম! অমন কথা বোল্‌বেন না,—এখন পাঁচশো টাকায় দিতে রাজী আছেন? মেয়েটি সুখে থাকবে,—জামাইটি ভাল পাবেন।

রায় মহশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন 'পাঁচশো টাকা! পাঁচশো টাকা তো আমার মেয়ের একখানা ঠ্যাঙ্গের দাম! আপনাকে আর ঘটকতা করিতে হইবে না,—আপনি উঠিয়া যান।"

ঘটকের রাগ হইল,—তিনি বলিলেন, "মশাই আপনার মেয়ের একখানা ঠ্যাঙ্গের দাম যদি পাঁচশো টাকা হয়,—তবে তো সর্ব্বাঙ্গ কিনিয়া কেহ বিবাহ করিতে পারিবেনা।—কাটিয়া ভাগা দিন।"

২য়।

আর একদিন দিবা দ্বিপ্রহারের সময় রায় মহাশয় ও একটি বাহাত্তুরে বৃদ্ধ রায় মহাশয়ের বাস বৈঠকি খানায় উপবিষ্ট। বৃদ্ধের মস্তকের চুলরাশি শোণের সুতার মত শুভ্র, দন্ত গুলি স্খলিত—মাংস লোলিত। রায় মহাশয় বৃদ্ধকে কহিলেন,—"পণ কত টাকা দিতে পারে?"

বৃদ্ধ।—বৃদ্ধের নাম রতন, বাড়ি শ্রীপুর—উপাধি হালদার বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি কত হইলে দিতে পারেন?"

রায়। দেড় হাজারের কম নহে।

রতন হালদার অনেকক্ষণ দম ধরিয়া থাকিলেন,—শেষ বলিলেন, "দেড় হাজারই দিতে পারে, কিন্তু গয়না গাঁটী এখন হবেনা।"

রায় মহাশয় একটু মুচ্‌কী হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা, গহণায় তো আমার কোন দাবী দাওয়া নাই, যেন তাঁহাদেরই থাকিবে। তবে আমার দেখে সুখ। নাহয় পরে দেবেন।"

রতন। পাত্রের বয়স কিন্তু বেশী হ'য়েছে।

রায়। কত?

রতন। এই আমারই মত।

রায়। তা হোক্, মৃত্যুর কথা তো কিছুই বলা যায় না,—যুবাছেলে ম'রে যায়, বুড় বাপ ব'সে দেখে।

বৃদ্ধ তখন অনুচ্চস্বরে বলিল, "মহাশয়, আমিই পাত্র,—যদি অমত না করেন, দেড় হাজার টাকা গুণে দেই—মেয়েটি আমাকে দিন।"

রায় মহাশয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন,—শেষ বলিলেন, "দেড় হাজার টাকার একপয়সাও কম না করিলে, দিব। তবে এখন সেটা প্রচার না হয়। মেয়েরা অস্বীকার করিবে।"

বৃদ্ধ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন,—মেয়ে দেখা, লগ্ন পত্র করা, দিনাস্থির সকলই ঠিকঠাক হইয়া গেল।

৩য়।

বৃদ্ধ বাড়ি গিয়া ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি স্থাবর ভিটা ও মাটি প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। ভাত খাইবেন,—এমন থালা খানি বা জল খাইবেন এমন পাত্রটি থাকিল না।

ক্রমে বিবাহের নির্দ্দীত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সামান্য রকমের সাজ সজ্জা করিয়া রতন শর্ম্মা বিবাহ বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যা যাত্রীগণ পাত্র দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল,—রায় মহাশয়ের পিতামহের সমবয়স্ক পাত্রের সহিত অপরাজিতার বিবাহ! বাটীর মেয়েরা কাঁদিয়া রোল দিতে লাগিল, পাড়ার মেয়েরা কেহ দুঃখ করিতে লাগিল, কেহ টীটকারী দিতে লাগিল,—যাহারা অপরাজিতার নিকট রূপগুণ হীনজন্য তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল,—তাহারা মনে মনে বড় সুখী হইল।

যাহার মেয়ে সে যদি দেয়, তবে আর কে কি করিতে পারে?—নক্ষত্র ভূষণ খসা উষার মত নিরালঙ্কারা সাশ্রু-নয়না অপরাজিতাকে চির জন্মের মত দুঃখের অকূল পাথারে ভাসাইয়া পিশাচ পিতা সেই বৃদ্ধের করে সমর্পণ করিল। শেষ আহারাদি হইলে,—সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে,—সকলেই বলিতে লাগিল,—এ শিবের বিয়ে হইয়া গেল।

(অতিরিক্ত দৃশ্য)

বিবাহের পর দুই বৎসর গত হইয়াছে। অপরাজিতা স্বামী গৃহে। স্বামীর আর কিছুই নাই,—যা কিছু ছিল, তাহাতো বিবাহের পণ দিতেই গিয়াছে, এখন কলার পাতা কাটিয়া ভাত খাইতে হয়,—পোড়া ভাতই বা জোটে কই! এক খানি ঘর আছে,—তাহার চালে খড় নাই।

বর্ষাকাল,—পাড়া গাঁয়ের লোকের এ সময়ে একটু অর্থের টানাটানি হয়, ধা'ন চা'লেরও দর বেশী। বৃদ্ধ রতন হালদার সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া কোথাও একটি পয়সা ও যোগাড় করিতে পারে নাই; শেষ,—শেষ বেলায় শুধু হাতে গৃহে ফিরিয়া আসিল,—দম্পতিযুগলের আগের দিন রাত হ'তে আহার

হয় নি,—দুপুর বেলাও গায়ের উপর দিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবেশন করিলেন,—অপরাজিতা বলিল, "কিছু পেয়েছ কি?" ব্রাহ্মণ বিশুষ্ক বদনে উত্তর করিলেন—"কিছু না।"

আকাশে মেঘ ছিল,—সহসা দমকা উঠিল, দমকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলধারে বৃষ্টি। নিরর্থক ভিজা অনাবশ্যক বিবেচনায় ব্রাহ্মণ অপর গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইলেন।

অপরাজিতা সেই ঘরেই বসিয়া রহিলেন। চালে খড় নাই,—শতধারে, সহস্র ধারে জল পড়িয়া তাহাকে ভিজাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে জল থামিল, তখন সে পরিধানের ছিন্ন কাপড় চিপিয়া গৃহের জল সেঁচিতে লাগিল, —আমরাও বিদায় হইলাম।

সম্পূর্ণ।